শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যলীলামৃত।

শ্রীধাম নবদ্বীপ নিবাসী

শ্রীহরেন্দ্রকৃষ্ণ দত্ত প্রণীত।

প্রথম সংস্করণ

শ্রীধাম নবদ্বীপ চারিচারাপাড়া, দত্ত আবাস হইতে

গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা,

২৫।এ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, "নিউ সরস্বতী প্রেসে"

শ্রীমিহিরচন্দ্র ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

১৩২৩ সাল।

মূল্য চারি আনা।

ভ্রম সংশোধন।

এই গ্রন্থের কোনও কোনও পৃষ্ঠার শিরোদেশে শ্রীচৈতন্য লীলামৃত ছাপা হইয়াছে সেই সেই স্থলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যলীলামৃত হইবে।

গ্রন্থকার।

ওঁ নমো ভগবতে গৌরহরয়ে ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যলীলামৃত

প্রথম অধ্যায় ।



সূত্র খণ্ড ।

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন ।
তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ ॥
অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্ ।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥
যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানি র্ভবতি ভারত ।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কহিলেন "আমি অনেকবার জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, তোমারও বহুজন্ম অতীত হইয়াছে, তুমি তাহার কিছুই জান না, কিন্তু আমি তৎসমুদয় অবগত আছি। আমি জন্ম রহিত, অনশ্বর স্বভাব ও সকলের ঈশ্বর হইয়াও স্বীয় প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া আত্ম মায়ায় জন্মগ্রহণ করি। যে যে সময়ে ধর্ম্মের বিপ্লব ও অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হয়; সেই সেই সময়ে আমি আপনাকে সৃষ্টি করি অর্থাৎ দেহ ধারণ পূর্ব্বক ধরণীতে অবতীর্ণ হই। সাধুগণের পরিত্রাণ, অসাধুগণের বিনাশ ও ধর্ম্মের সংস্থাপনের নিমিত্ত যুগে যুগে অর্থাৎ সেই সেই সময়ে অবতীর্ণ হই।

আসন বর্ণাস্ত্রয়োহস্য গৃহ্লতোহনুযুগং তনুঃ।
শুক্লোরক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥ (শ্রীমদ্ভাগবত)।

সত্য যুগে তুমি প্রভু শুভ্রবর্ণ ধরি।
তপোধর্ম্ম বুঝাও আপনি তপ করি॥
কৃষ্ণাজিন দণ্ড কমণ্ডলু জটা ধরি।
ধর্ম্ম স্থাপ, ব্রহ্মচারিরূপে অবতরি॥
ত্রেতাযুগে হইয়া সুন্দর রক্তবর্ণ।
হই যজ্ঞ পুরুষ বুঝাও যজ্ঞধর্ম্ম॥
স্রুক স্রুবহস্তে যজ্ঞ আপনে করিয়া।
সবারে করাও যজ্ঞ যাজ্ঞিক হইয়া॥
দিব্য মেঘ শ্যাম বর্ণ হইয়া দ্বাপরে।
পূজা ধর্ম্ম বুঝাও আপনে ঘরে ঘরে॥
পীতবাসে শ্রীবৎসাদি নিজ চিহ্ন ধরি।
পূজা কর মহারাজরূপে অবতরি॥
কলিযুগে বিপ্ররূপে ধরি পীতবর্ণ।
নবদ্বীপে শচীগর্ভে হবে অবতীর্ণ,
বুঝাইবে বেদগোপ্য সঙ্কীর্ত্তন ধর্ম্ম।
প্রেমভক্তি দিয়া সবে, ঘুচাইবে কর্ম্ম॥

ভগবানের অবতার তিন প্রকার, অংশ অবতার, গুণ অবতার, শক্ত্যাবেশ অবতার। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিতে ভগবান দশবার অংশ অবতার হইয়াছিলেন। যথা—

প্রলয়পয়োধি জলে ধৃতবানসি বেদম্,
বিহিত বহিত্র চরিত্রমখেদম্।
কেশব ধৃতমীনশরীর, জয় জগদীশ হরে॥

ক্ষিতিরতি বিপুলতরে তিষ্ঠতি তব পৃষ্ঠে,
ধরণিধরণ কিণচক্রগরিষ্টে।
কেশব ধৃতকূর্ম্ম শরীর, জয়জগদীশ হরে॥
বসতি দশনশিখরে ধরণী তব লগ্না,
শশিনি কলঙ্ককলেব নিমগ্না।
কেশব ধৃত শূকররূপ, জয়জগদীশ হরে॥
তব করকমলবরে নখমদ্ভুত শৃঙ্গম,
দলিতহিরণ্য কশিপুতনু ভৃঙ্গম্।
কেশবধৃত নরহরিরূপ, জয় জগদীশ হরে॥
ছলয়সি বিক্রমণে বলিমদ্ভুত বামন,
পদনখনীরজনিত জনপাবন।
কেশবধৃত বামনরূপ, জয়জগদীশ হরে॥
ক্ষত্রিয়রুধিরময়ে জগদপগতপাপম্।
স্নপয়সি পয়সি শমিত ভব তাপম্।
কেশবধৃত ভৃগুপতিরূপ, জয় জগদীশ হরে॥
বিতরসি দিক্ষুরণে দিক্‌পতি কমনীয়ম্,
দশমুখমৌলিবলি রমণীয়ম্।
কেশব ধৃতরাম শরীর, জয় জগদীশ হরে॥
বহসি বপুষি বিশদে বসনং জলদাভম্,
হলহতি ভীতি মিলিত যমুনাভম্।
কেশব ধৃত হলধররূপ জয় জগদীশ হরে॥
নিন্দসি যজ্ঞ বিধেরহহ শ্রুতিজাতম্,
সদয়হৃদয় দর্শিত পশুঘাতম্।
কেশবধৃত বুদ্ধশরীর জয়জগদীশ হরে॥

ম্লেচ্ছনিবহ নিধনে কলয়সি করবালম্,
ধূমকেতুমিব কিমপি করালম্।
কেশব ধৃত কল্কিশরীর, জয়জগদীশ হরে॥ (জয়দেব)

সত্যযুগে চাক্ষুষ নামক মন্বন্তরে পৃথিবী জলমগ্না হইলে, ভগবান মৎস্য অবতার হইয়া মহীরূপ নৌকায় বৈবস্বত মনুকে আরোহণ করাইয়া রক্ষা করেন। সত্যযুগে যখন সুরাসুরগণ মিলিত হইয়া সমুদ্র মন্থনে প্রবৃত্ত হন, ভগবান্ সেই সময় কূর্ম্মরূপ পরিগ্রহ করিয়া পৃষ্ঠদেশে মন্দর পর্ব্বত ধারণ করেন। সত্যযুগে কোনও মন্বন্তরে পৃথিবী রসাতলগতা হইলে ভগবান বরাহরূপে পৃথিবীকে উদ্ধার করেন, সত্যযুগে আর এক মন্বন্তরে হিরণ্যকশিপু হরিদ্বেষী হইয়া বৈষ্ণবগণের প্রতি অত্যাচার করিলে ভগবান নরসিংহ মূর্ত্তিধারণ করিয়া, রজ্জু নির্ম্মাতা রজ্জু নির্ম্মাণার্থে যেমন এরকা নামক তৃণ বিদীর্ণ করে, বলদর্পিত দৈত্যেন্দ্র হিরণ্যকশিপুকে, হরি উরুদেশে রাখিয়া, নখদ্বারা সেইরূপে বিদীর্ণ করিয়াছিলেন। ত্রেতা যুগে ভগবান বামনরূপে অবতীর্ণ হন এবং বলির যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়া ত্রিলোক অধিকারের অভিসন্ধিতে বলির নিকট ছলপুর্ব্বক ত্রিপাদ পরিমিত ভূমি প্রার্থনা করেন। ত্রেতাযুগে ভগবান পরশুরামরূপ গ্রহণ করিয়া ক্রোধবশতঃ যাবতীয় ব্রাহ্মণদ্বেষী ক্ষত্রিয়গণকে এক বিংশতিবার নিঃশেষে সংহার করিয়াছিলেন। এই ত্রেতাযুগেই ভগবান, দশরথতনয় মহারাজ রামচন্দ্ররূপে অবতীর্ণ হইয়া দেবকার্য্য সিদ্ধিরনিমিত্ত সাগরবন্ধন প্রভৃতি অলৌকিক কার্য্য সম্পাদন করিয়া দেবদ্বেষী লঙ্কেশ্বর দশাননকে বধ করেন। দ্বাপর যুগে ভগবান, পৃথিবীর ভার নাশ করিতে অভিলাষী হইয়া বলরাম রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কলির প্রথমে ভগবান অহিংসা পরমধর্ম্ম প্রচারের জন্য

এবং অসুরগণকে মুগ্ধ করিয়া নির্ব্বাণমুক্তি দিবারনিমিত্ত গয়া প্রদেশে কপিলবস্তু নগরে, রাজা শুদ্ধোদনের ঔরসে ও তৎপত্নী মহামায়ার গর্ভে বুদ্ধরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। শেষে কলির অন্তকালে রাজগণ দস্যুর ন্যায় ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হইলে, নারায়ণ, বিষ্ণু-যশা নাম এক ব্রাহ্মণের পুত্র হইয়া সম্বল গ্রামে জন্ম গ্রহণ করিবেন। উপরোক্ত এই দশ অবতার ভগবানের অংশ অবতার। ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর ভগবানের এই তিন গুণাবতার। নারদ, নরনারায়ণ কপিল, দত্তাত্রেয়, যজ্ঞ, ঋষভ, পৃথু, ধন্বন্তরি, মোহিনী, প্রভৃতি ভগবানের শক্ত্যাবেশ অবতার। এই সমস্ত অবতারই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অংশ ও কলা মাত্র। এতে চাংশ কলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং। ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ। অনাদিরাদি গোবিন্দ সর্ব্ব কারণ কারণং॥ ভগবানের অসংখ্য অবতার, অবতারাহ্যসংখ্যেয়া হরেঃ সত্ত্বনিধের্দ্বিজাঃ। কিন্তু পূর্ণ ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ সকল সময় অবতীর্ণ হন না, রাজপ্রতিনিধি দ্বারা রাজা শাসন ও রাজ্যে শান্তি স্থাপন হইলে রাজা স্বয়ং রাজ্যশাসন করিতে কিংবা শান্তি প্রতিষ্ঠা করিতে আগমন করেন না। দ্বাপর যুগে গীতারধর্ম্ম প্রচারের জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং পূর্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং কলিযুগে সর্ব্বভাবে উপাসনা, হরিনাম মাহাত্ম্য প্রচার ও অনর্পিত প্রেম বিতরণের জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণরূপে গৌরাঙ্গ অবতার হইয়া গৌড়দেশে হিন্দুর প্রাচীন রাজধানী সরস্বতীর পীঠস্থান নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করিবেন, শ্রীমদ্ভাগবত মহাভারত ও নানা পুরাণ তন্ত্রে বহুপূর্ব্বেই সে ভবিষ্যদ্বাণী বিঘোষিত হইয়াছে যথা ভাগবতে—

আসন বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্নতোঽনুযুগং তনুঃ।
শুক্লো রক্ত স্তথাপীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥

ইতি দ্বাপর উর্ব্বীশ স্তবন্তি জগদীশ্বরম্।
নানা তন্ত্র বিধানেন কলাবপি যথা শৃণু॥
কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র পার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥
যথা মহাভারতে—
সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো, বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।
সন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠা শান্তি পরায়ণঃ॥
যথা ভবিষ্যপুরাণে—
অজায় ধ্বমজায়ধ্বমজায়ধ্বং ন সংশয়ঃ।
কলৌ সঙ্কীর্ত্তনারম্ভে ভবিষ্যামি শচীসুতঃ॥
যথা ভাগবত সন্দর্ভে—
অন্তঃ কৃষ্ণং বহির্গৌরং দর্শিতাঙ্গাদি বৈভবম্।
কলৌ সঙ্কীর্ত্তনাদ্যৈঃ স্ম কৃষ্ণচৈতন্যমাশ্রিতাঃ॥
যথা কশ্চিৎ উপপুরাণে—
অহমেব কচিদব্রহ্মণ সন্যাসাশ্রমমাশ্রিতঃ।
হরিভক্তিং গ্রাহয়ামি কলৌ পাপহতান্নরান্॥

গৌরমন্ত্র—ওঁ গৌরায় নমঃ। হ্রীং ওঁ গৌরায় নমঃ হ্রীং। হ্রীং গৌরচন্দ্রায় হ্রীং। হ্রীং শ্রী৺গৌরচন্দ্রায় নমঃ। (ঈশানসংহিতা)

চৈতন্যমন্ত্র। ওঁ চং চৈতন্যায় নমঃ। (রুদ্রজামল)

গৌরাঙ্গের ধ্যান—দ্বিভুজং সুন্দরং স্বচ্ছং বরাভয়করং বিভুম্।
সুহাস্যং পুণ্ডরীকাক্ষং দধানং সিতবাসসী।
কৃষ্ণকৃষ্ণেতি ভাষন্তং সুস্বরং সুমনোহরম্।
যতিবেশধরং সৌম্যং বনমালা বিভূষিতম্।
তারয়ন্তং জনান্ সর্ব্বান্ ভবাম্বোধের্দ্দয়ানিধিম্।

তথাহি রুদ্রযামলে—

অধুনা সংপ্রবেক্ষ্যামি চৈতন্যমন্ত্রমুত্তমম্।
যেন বিজ্ঞানমাত্রেণ ভবাব্ধৌ ন নিমজ্জতি ॥
তং মন্ত্রং শৃণু দেবেশি সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপকং।
কামবীজং সমুদ্ধৃত্য ছাদ্যবর্ণ সমুদ্ধরেৎ ॥
দক্ষিণাক্ষি সমাযুক্তং নাদবিন্দু বিভূষিতং।
চৈতন্যায় ততঃ পশ্চাৎ পুনঃ কামং সমুদ্ধরেৎ ॥
সপ্তাক্ষরো মহামন্ত্রঃ সর্ব্বমন্ত্র প্রদীপকঃ।
জীবানাং মুক্তিদো মন্ত্রো ধর্ম্মকামার্থদায়কঃ ॥
একোচ্চারেণ দেবেশি কিং পুনব্রহ্ম কেবলং।
আদ্যবীজেন দেবেশি ষড়ঙ্গাদীন্ প্রকল্পয়েৎ ॥
ধ্যানং শৃণু মহামায়ে তথা তন্ত্রানুসারতঃ।
যং ধ্যাত্বা পামরো লোকঃ সাক্ষাদ্ ব্রহ্মময়ো ভবেৎ ॥
দ্বিভুজং গৌরবর্ণঞ্চ বরদাভয়পাণিকং।
হরিনামাঙ্কিততনুং বনমালাবিভূষিতং ॥
আনন্দাশ্রুকলাপূর্ণং পুলকাবলিবিহ্বলং।
কৈবল্যদায়কং শান্তং ততোত্রিভুবনেশ্বরং ॥
ইতি ধ্যাত্বা মহেশানি পুষ্পং দদাতু মস্তকে।
মানসৈঃ পূজনং কৃত্বা ততোঽদ্যস্থানঙ্করেৎ ॥
পুনরঙ্গন্তু সংযোজ্য পুনর্ধ্যাত্বা তু সাধকঃ।
আবাহ্য পূজয়ে ভক্ত্যা ষোড়শৈরুপচারতঃ ॥
মূলং মন্ত্রং সমুচ্চার্য্য সাধ্যনামতথোচ্চয়েৎ।
চতুর্থ্যন্তেন সংযোজ্য পূজয়েচ্চ যথাবিধিঃ ॥

শতমষ্টোত্তরং জপ্তা গীতাদ্যৈঃ প্রণমঞ্চরেৎ।
প্রদক্ষিণঞ্চ গানাদ্যৈশ্চৈতন্যস্য বিশেষতঃ॥
অশুচির্বা শুচির্বাপি যো জপেৎমনুসেকতঃ।
ভবাব্ধিং সুস্তরং তীর্ণা সাক্ষান্নারায়ণো ভবেৎ॥
হরিকীর্ত্তনমধ্যেতু যদি মন্ত্রপরায়ণ।
জিত্বাখিলান্ ষড়ূর্ম্মাদীন্ অন্তে বিষ্ণু স্বরূপকম্॥
ইতি মন্ত্রং মহেশানি তব প্রীত্যা ময়োদিতং।
সন্যাসীনামুপাস্যেনং গোপনীয়ং প্রযত্নতঃ॥
বৈষ্ণবায় বিশুদ্ধায় শিববিষ্ণুরতায় চ।
জিতেন্দ্রিয়ায় সত্বায় নির্ম্মলায় মহাত্মনে॥
বিষ্ণুভক্তায় শৈবায় সংযমাদিরতায় চ।
দদ্যাদ্ভক্তায় শান্তায় ন দদ্যান্নিন্দকায় চ॥

ইতি শ্রীরুদ্রযামলে শিবপার্ব্বতী সংবাদে শ্রীচৈতন্যমন্ত্রোদ্ধারো নাম দ্বাত্রিংশৎ পটলে॥

উর্দ্ধাম্নায় সংহিতায় গৌরমন্ত্রোদ্ধারো নাম তৃতীয় অধ্যায়ে আছে

শ্রীনারদ উবাচ—

গৌররূপেণ ভগবান কলৌ পাপ প্রণাশকৃৎ।
কৃষ্ণচৈতন্যরূপশ্চ ভাবিতঃ পূজিতস্তথা॥

শ্রীব্যাস উবাচ—

মহাপাতকরাশীংশ্চ দহত্যাশু ন সংশয়ঃ।
কেন মন্ত্রেণ ভগবান গৌরাঙ্গঃ পরিপূজিতঃ॥
সুখাবহঃ স্যাৎ লোকানাং তন্মে ব্রুহি দয়ানিধি।

শ্রীনারদ উবাচ—

অহো গূঢ়তমঃ প্রশ্নো ভবতা পরিকীর্ত্তিতঃ।
মন্ত্রং বক্ষ্যামি তে ব্রহ্মন্ মহাপুণ্যপ্রদং শুভং॥

ওঁ গৌরায় নমঃ ইত্যেব মন্ত্রো লোকেষু পূজিতঃ।
দ্বিভুজং স্বর্ণরুচিরং বরাভয়করং তথা॥
প্রেমালিঙ্গন সম্বদ্ধং গৃণন্তং হরিনামকং।
মায়ারমানঙ্গবীজৈর্ব্বাগবীজেন চ পূজিতঃ॥
ষড়ক্ষর কীর্ত্তিতোহয়ং মন্ত্ররাজঃ সুরদ্রূপঃ।
এবং বহুবিধব্রহ্মন্ মন্ত্রাস্তে পরিকীর্ত্তিতাঃ॥
বর্ণলক্ষং জপেন্মন্ত্রং দশাংশশ্চ মধুপ্লুতৈঃ।
তুলসীপত্র সংযুক্তৈ জুহুয়াৎ পঙ্কজৈঃ শুভৈঃ॥
ভক্তান্ সংভোজয়েস্তত্র পুরশ্চর্য্যা বিধৌ সদা।
হরিসঙ্কীর্ত্তনং ব্রহ্মন্ সদা কার্য্যং দয়ান্বিতৈঃ॥
দেব দ্বিজপতিং নিন্দাঞ্চ মনসা পরিবর্জ্জয়েৎ।
গঙ্গাতীরে কুরুক্ষেত্রে বারাণস্যাং বিশেষতঃ॥
বৃন্দাবনে চ মন্ত্রোহয়ং সাধিতঃ সিদ্ধিমাপ্নুয়াৎ।
পুরুষোত্তমে চ মন্ত্রোহয়ং শীঘ্রং সিদ্ধ্যতি সাধিতঃ॥

নন্দসুতবলি যাঁরে ভাগবতে গাই। সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য গোসাঞি। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য স্বয়ং ভগবান, নিত্যানন্দ তাঁহার স্বরূপ প্রকাশ, অদ্বৈত তাঁহার অংশ অবতার, শ্রীবাস তাঁহার প্রধানভক্ত, গদাধর তাঁহার নিজশক্তি শ্রীকৃষ্ণ গোলোকে ও ব্রজে শ্রীরাধার সহিত নিত্য বিহার করেন। ব্রহ্মার একদিনে তিনি একবার ধরণীতে অবতীর্ণ হইয়া প্রকট বিহার করেন। সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি এই চারি যুগে এক দিব্য যুগ। একাত্তর চতুর্যুগে এক মন্বন্তর, চৌদ্দ মন্বন্তরে ব্রহ্মার একদিবস। বৈবস্বত নামে সপ্তমমন্বন্তরে, অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে প্রকট হইয়া বিহার করেন। দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর

ভাবে ভক্তগণ তাঁহার উপাসনা করেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কলিযুগে যুগধর্ম্ম নামসঙ্কীর্ত্তন প্রবর্ত্তন করিতে ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া অবতীর্ণ হন। ভগবান শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধদেব ভারতের এক এক জনপদের রাজধানীতে জন্মগ্রহণ করেন। রাজধানী অবতার গণের লীলার প্রধান সহায়, তথায় সাধু ও অসাধু সংখ্যায় অধিক। রাজধানী মাত্রই পুণ্য ও পাপের, জ্ঞান ও অজ্ঞানের প্রশস্ত ক্ষেত্র! শ্রীকৃষ্ণের জন্মভূমি মথুরায় অক্রূরের মত সাধু ও কংশের মত অসাধুর বাসছিল কলিকলুষ নাশন ভগবান গৌরাঙ্গের জন্মভূমি ও বিধাতা গৌড়ের রাজধানী নবদ্বীপ সহরে নির্ব্বাচন করিয়া রাখিয়াছিলেন। কায়স্থকুল-শেখর মহারাজ বল্লালসেন দেবের পঞ্চগৌড় রাজ্যের রাজধানী নবদ্বীপ, তথায় তাঁহার পুত্র লক্ষণ সেন দেবও রাজত্ব করেন, ভক্তকবি গীত গোবিন্দ প্রণেতা জয়দেব মহারাজ লক্ষণসেনের সভাপণ্ডিত ছিলেন লক্ষ্মণ সেনের পুত্র লাক্ষ্মণেয় সেনের রাজত্ব কালে দিল্লীশ্বর কুতবুদ্দীনের সেনাপতি মহম্মদ ই বক্তিয়ার নবদ্বীপ অধিকার করেন। বল্লাল সেনের রাজ-প্রাসাদ সীতাদেবীর পাতালে প্রবেশের ন্যায় বিষাদে গঙ্গাগর্ভে প্রবেশ করিয়াছিল, গৌড়েশ্বর গৌরচন্দ্রকে দর্শন করিবার জন্য সেই প্রাসাদ গঙ্গাগর্ভ হইতে মস্তক উত্তোলন করে, অদ্যাপিও নবদ্বীপের বল্লাল সেনের রাজপ্রাসাদ সারনাথের স্তুপের ন্যায় বল্লালঢিবি নাম ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান আছে। ভগবান নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইবেন জানিয়া বিধাতা নবদ্বীপকে পূর্ব্ব হইতেই আয়তনে, জ্ঞানে ও ধনে ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান করিয়া রাখিয়াছেন। নবদ্বীপতুল্য স্থান ত্রিভুবনে নাই। অবতরিবে যথা শ্রীচৈতন্য গোসাঞী।

নবদ্বীপ সম্পত্তি কে বর্ণিবারে পারে।
এক গঙ্গাঘাটে লক্ষলোক স্নান করে।

ত্রিবিধ বংসে এক জাতি লক্ষ লক্ষ।
সরস্বতী প্রসাদে সবেই মহাদক্ষ।
সবে মহা অধ্যাপক করি গর্ব্ব করে।
বালকেও ভট্টাচার্য্য সনে কক্ষা করে।
নানাদেশ হইতে লোক নবদ্বীপে যায়।
নবদ্বীপে পাড়লে সে বিষ্ঠারস পায়।

নয়টী দ্বীপ লইয়া নবদ্বীপ রাজধানীর নামকরণ হইয়াছিল। ঐ দ্বীপ গুলি ভাগিরথির উভয়তীরেই অবস্থিত। অধুনা যেমন ভারত সম্রাটের বাসভূম লণ্ডন রাজধানী টেম্‌সনদীর উভয় কুলে অবস্থান করিতেছে। নবদ্বীপের মধ্যে অন্তদ্বীপ, সীমন্তদ্বীপ, গোদ্রুমদ্বীপ মধ্যদ্বীপ ভাগিরথির পূর্ব্ব তীরে এবং কোল দ্বীপ ঋতুদ্বীপ, মোদদ্রুম দ্বীপ, জহ্নুদ্বীপ ও রুদ্রদ্বীপ ভাগিরথির পশ্চিম তীরে অবস্থিত।

নবদ্বীপ বা নদীয়া পৃথক গ্রাম নয়, নবদ্বীপে নবদ্বীপ বেষ্টিতএ হয়। নয়দ্বীপে নবদ্বীপ নাম, পৃথক পৃথক কিন্তু হয় এক গ্রাম। যৈছে রাজধানী কোন স্থান, যদ্যপি অনেক তথা হয় এক নাম। নবদ্বীপ মধ্যে স্থান আছে যত, এক মুখে তাহা কে কহিবে কত। তার মধ্যে কহি যে প্রধান প্রধান, চিনাডাঙ্গা পাটডাঙ্গা আদি রম্যস্থান,নবদ্বীপ মধ্যে মায়াপুর, জনম স্থান মহাপ্রভুর।

একালের কলিকাতার ন্যায় সেকালে নবদ্বীপে নয় লক্ষ লোকের বাস ছিল। বর্ত্তমানের সহিত অতীতের তুলনা রাজধানীর পক্ষে সম্ভবপর নয়। রাজার সহিত রাজধানীর ঘনিষ্ট সম্বন্ধ। রাজধানী পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তথায় লোক সংখ্যা ও হ্রাস হইতে থাকে। গৌরাঙ্গ অবতারের প্রাক্কালে নবদ্বীপ হইতে রাজধানী স্থানান্তরিত হইয়া গৌড় নগরে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তথাপিও

শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাব কালে নবদ্বীপের জনসংখ্যা নব লক্ষ ছিল। রেলপথ বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ও জলপ্লাবনের জন্য বৃহৎ বাঁধ হওয়ায় জলনিকাশের পথ রুদ্ধ হইয়া নবদ্বীপে ম্যালেরিয়া ও কলেরার প্রাদুর্ভাব বশবঃ জনসংখ্যা দিন দিন হ্রাস হইতেছে। রাজপ্রতিনিধি গণের এই বিষয়ে সুদৃষ্টি হইলে লোক সংখ্যা পূর্ব্ববৎ বৃদ্ধি হইবে।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দে নবদ্বীপের জনসংখ্যা ৮৮৬৩ এবং ১৮৮১ খৃঃ ১৪১০৫ এবং ১৮৯১ খৃঃ ১৩৩৩৪ এবং ১৯০১ খৃঃ ১০৮৮০ এবং ১৯১১ খৃঃ ১২৪৮০ ইহার মধ্যে পুরুষ ৫৮২১ স্ত্রীলোক ৬৬৫৯ নবদ্বীপে স্ত্রীলোকের সংখ্যাধিক্য বশতঃ সকল বিষয়েই স্ত্রীলোকের প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়। নবদ্বীপে গৌরাঙ্গ অবতীর্ণ হইবেন জ্ঞাত হইয়া বিশ্বকর্ম্মা তৎপূর্ব্বেই নবদ্বীপে যোগমায়া পরামাতা বা পোড়ামা এবং বুড়াশিব, যুগনাথ শিব, বালকনাথ শিব, দণ্ডপাণি শিব ও আলোকনাথ শিব এবং শ্রীগৌরাঙ্গের অভেদ মূর্ত্তি বৃন্দাবণচন্দ্র ও রাধারাণী নির্ম্মাণ করেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

(শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের আদ্য ও মধ্য লীলা)

শ্রীগৌরাঙ্গ অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বে মহাবিষ্ণুর অবতার শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য ১৩৭০ শকাব্দায় মাঘী শুক্ল মাকরী সপ্তমী তিথিতে শান্তিপুরে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বংশে এবং সঙ্কর্ষণের অবতার নিত্যানন্দ রাঢ়ী ব্রাহ্মণ বংশে ১৩৯৫ শকাব্দায় মাঘী শুক্ল ত্রয়োদশীতে মধ্যাহ্ন কালে একচক্র গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। গৌরাঙ্গের গুরু বর্গ গঙ্গাদাস পণ্ডিত, মাধবেন্দ্র পুরী, ঈশ্বর পুরী, কেশব ভারতী গৌরাঙ্গের পূর্ব্বেই আবির্ভূত হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্তি ও প্রেমের ধর্ম্ম প্রচারে ব্রতী হইয়াছেন।

এই সময় কিছুকালের জন্য নবদ্বীপ অশান্তির নিকেতন হইয়াছিল। নৈয়ায়িকেরা তৈলাধার পাত্র কি পাত্রাধার তৈল, ঈশ্বর অস্তি কি নাস্তি ইত্যাদি কুটতর্কজালে আপনাদিগকে জড়াইতেছিলেন। গ্রাম্য লোকেরা কেবল বিষহরি, মঙ্গলচণ্ডী এই সমস্ত পূজা করিতেন, কৃষ্ণনাম কেহই করিত না। চৈতন্যভাগবতে ইহার বর্ণনা আছে। যথা—

কৃষ্ণনাম ভক্তি শূন্য সকল সংসার।
প্রথম কলিতে হইল ভবিষ্য আচার।
ধর্ম্ম কর্ম্ম লোক সবে এইমাত্র জানে।
মঙ্গল চণ্ডীর গীত করে জাগরণে।
দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জন।
পাতলি করয়ে কেহ দিয়া বহুধন।
ধন নষ্ট করে পুত্র কন্যার বিভায়।
এই মতে জগতের ব্যর্থ কাল যায়।

বুদ্ধদেব ও তাঁহার শিষ্যগণ পৃথিবী পরিত্যাগ করিলে এবং রাজা অশোকের দেহান্তর হইলে ভারতবাসীগণ সনাতন বৈদিক ধর্ম্মকর্ম্ম বিস্মৃত হইয়া যে সময় বৌদ্ধ উপধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন সে সময় ভারত অজ্ঞান অন্ধকারে আবৃত হইয়াছিল তখন জ্ঞান তপন শঙ্করাচার্য্য ভারতাকাশে উদিত হইয়া কিছুদিনের জন্য সে অন্ধকার দূর করিয়াছিলেন। পুনরায় যখন কাপালিকেরা বৌদ্ধতন্ত্র প্রচার করিয়া সদাশিবের শ্রীমুখব্যক্ত ও পার্ব্বতীর শ্রুত তন্ত্রমত খণ্ডন ও বৈদিক ক্রিয়া কাণ্ড পণ্ড করিতে বৃথা চেষ্টা করিতেছিল, সে সময় ভারত পুনরায় অজ্ঞান তিমিরে আচ্ছন্ন হয় সেই সময় গৌড় গগনে গৌরচন্দ্র উদয় হইয়া সে তিমির নাশ করিয়াছিলেন।

১৪০৭ শকে ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে ফল্গুনী নক্ষত্রে উচ্চলগ্নে সিংহ রাশিতে চন্দ্রগ্রহণকালে নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম জগন্নাথ মিশ্র মাতার নাম শচীদেবী। তিনি যে পাশ্চাত্য বৈদিক কুলে সম্ভূত হন সে কুলের আদি পুরুষ ভরদ্বাজ গোত্রজজিতামিত্র মিশ্র বারাণসী হইতে সপরিবারে আগমন করিয়া গৌড়দেশে শ্রীহট্টে বাস কবেন। জগন্নাথ মিশ্র শ্রীহট্ট হইতে নবদ্বীপে অধ্যয়ন করিতে আগমন করেন। অবশেষে নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর কন্যাকে বিবাহ করিয়া নবদ্বীপে বাস করেন। এই সদাচারী দম্পতীর দুই পুত্র বিশ্বরূপ ও নিমাই। নিমাইয়ের অনেক নাম,—চৈতন্য, বিশ্বম্ভর, গৌর, গৌরাঙ্গ, গৌরচন্দ্র, গৌরহরি, গোরা, গোরাচাঁদ, শচীনন্দন, মহাপ্রভু নবদ্বীপচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য। বাল্য লীলায় নিমাই একদিন একটী বিষধরকে ধরিলেন সে কুণ্ডলি করিয়া তাহাকে বেড়িয়া থাকিল। একদিন তাঁহার গাত্রের অলঙ্কারের লোভে তাঁহাকে পথে পাইয়া দুই চোর ভুলাইয়া তাঁহাকে তাহাদের বাড়ীতে কোলে করিয়া লইয়া যাইতেছিল কিন্তু ভ্রমক্রমে তাহারা তাহাদের বাড়ী মনে করিয়া নিমাইয়ের বাড়ীতেই নামাইয়া দিল। এক একদিন নিমাই চলিতে থাকিলে তাহার পিতামাতা নূপুরের শব্দ শ্রবণ করেন। একদিন এক ব্রাহ্মণ জগন্নাথ মিশ্রের বাটীতে অতিথি হন। অতিথি রন্ধনাদি সমাধা করিয়া ইষ্টদেবতাকে ভোগ নিবেদন করিয়া দিবার জন্য যেমনই ধ্যানস্থ হইয়াছেন, অমনি নিমাই গৃহাভ্যন্তর হইতে আসিয়া সেই অন্ন ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ গোপাল মন্ত্রের উপাসক ছিলেন। তিনি তীর্থ ভ্রমণে বহির্গত হইলে ঐ গোপালকে গলদেশে স্থাপন করিয়া লইয়া যাইতেন। ব্রাহ্মণ চক্ষু

উন্মিলীত করিয়া বালকের ব্যবহার দেখিয়া আপন অদৃষ্টকে ধিক্কার দিলেন। মিশ্র পুত্রের আচরণে লজ্জিত হইয়া বালক পুত্রকে তাড়না করিতে উদ্যত হন, অতিথি নিবারণ করেন। অতিথিকে পুনরায় রন্ধনের আয়োজন করিয়া দিয়া নিমাইজননী নিমাইকে অপর বাড়ীতে বেড়াইতে লইয়া গেলেন। পুনরায় ব্রাহ্মণ ইষ্ট-দেবতাকে নিবেদন করিতেছেন, ইত্যবসরে নিমাই মাতাকে ছলনায় মুগ্ধ করিয়া ব্রাহ্মণের নিকট উপস্থিত হইয়া অন্ন ভোজন করিলেন। অতিথি দ্বিতীয় বারেও এই প্রকার দেখিয়া স্থির করিলেন অদ্য কৃষ্ণ আমার অন্ন অদৃষ্টে লিখেন নাই। মিশ্র ক্রোধান্বিত হইয়া নিমাইকে তাড়না করিতে উদ্যত হইলেন, অতিথি নিষেধ করিলেন। এই সময় তথায় বিশ্বরূপ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি সহোদরের ব্যবহারে ব্যথিত হইয়া অতিথিকে অনেক অনুনয় বিনয় করিলে পুনরায় রন্ধন করিতে সম্মত হইলেন। নিমাইকে গৃহে শয়ন করাইয়া মিশ্র দ্বারদেশে দণ্ডায়মান থাকিলেন। বালক যেন ক্লান্ত হইয়া নিদ্রিত হইল। তখন মিশ্র অসাবধান হইলেন। অমনি অন্ননিবেদনকালে কপট নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া নিমাই দ্রুতবেগে ব্রাহ্মণের নিকট আগমন করিলেন ব্রাহ্মণ হায় হায় করিতে লাগিলেন। নিমাই বাড়ীর সকলকে মোহ নিদ্রায় আচ্ছন্ন করিয়া আসিয়া ব্রাহ্মণকে বলিলেন, তুমি আমার মন্ত্র জপ করিয়া বারম্বার আমাকে আহ্বান করিতেছ আমি দেখা না দিয়া থাকিতে পারিলাম না।

অতিথি হেরে তখন হয়ে পুলকিত।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম চারি করে শোভিত।

এক করে ননী অন্য করে করে ভক্ষণ।
দুইভুজে বংশী ধরি করিছে বাজন।
শ্রীবৎস কৌস্তুভ বক্ষে করেছে ধারণ।
মণি মুক্তা সর্ব্ব দেহে ভাতিছে কেমন।
গুঞ্জবেড়ী শিখিপুচ্ছ শোভিছে মাথায়।
কুণ্ডল কর্ণে বৈজয়ন্তী মালা গলায়।
হতেছে নূপুর ধ্বনি চরণ কমলে।
মকরন্দ লোভে অলি ধায় দলে দলে।
ক্ষণে দেখে বৃন্দাবনে ময়ূর ময়ূরী।
ক্ষণে দেখে গাভীগণ হাম্বারব করি,
গোষ্ঠবিহারী সনে ধাইছে সবে গোষ্ঠে।
চিনিল অতিথি এতক্ষণে নিজ ইষ্টে।
দরিদ্র হরেন্দ্র পুণ্য করনি সঞ্চিত।
জনমিয়া নবদ্বীপে গৌরাঙ্গে বঞ্চিত।

নিমাই বাল্যকালে অত্যন্ত দুরন্ত ছিলেন। দুষ্ট বালকদিগকে সঙ্গে লইয়া নবদ্বীপে গঙ্গাস্নান করিবার সময় নিজের পায়ের জল সকলের মাথায় দিতেন, জল কুল্লি করিয়া কাহারও মুখে দিতেন, তাড়া করিলে ধরা দিতেন না। গঙ্গা মৃত্তিকায় শিব গড়িয়া নৈবেদ্য দিয়া ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীগণ পূজা করিবার সময় ধ্যানস্থ হইলে তাহাদের শিবও নৈবেদ্য লইয়া পলায়ন করিতেন। তিরস্কার করিলে বলিতেন যাহাকে নৈবেদ্য নিবেদন করিতেছিলে সে-ই খেয়েছে। কখনও বলিতেন আমি শিব আমি কৃষ্ণ। কুলীন ব্রাহ্মণকুমারীগণ নৈবেদ্য খাইতে বাধা দিলে তাহাদিগকে বলিতেন তোমাদের সাত সতীন হইবে। ঘাটে পুরুষের বস্ত্র বদলাইয়া স্ত্রীলোকের বস্ত্র রাখিয়া

দিতেন। কাহারও কেশের ভিতরে ওকড়ার বিচি দিতেন। নিমাই যথন ক্রন্দন করিতেন সে ক্রন্দনের কিছুতেই নিবৃত্তি হইত না কিন্তু নিবৃত্তি করিবার এক সুষ্টিযোগ ছিল; হরিনাম তাহার নিকট করিলেই ক্রন্দন থামিয়া যাইত। নিমাইয়ের অগ্রজ বিশ্বরূপ পরম ধার্ম্মিক ছিলেন সর্ব্বদা গীতা ও ভাগবত পাঠ করিতেন। তৎকালে নবদ্বীপে কুমারহট্টবাসী শ্রীবাস ও তাঁহার ভ্রাতাগণ এবং শান্তিপুর-বাসী অদ্বৈত আচার্য্য বিষ্ণুপূজা ও হরিনাম করিতেন। বিশ্বরূপ অদ্বৈতের নিকটে প্রায়ই থাকিতেন এবং কৃষ্ণ কথার আলোচনা করিতেন। তিনি ধর্ম্মকর্ম্ম বিবর্জ্জিত নবদ্বীপের অবস্থা দেখিয়া সন্ন্যাস লইয়া চলিয়া যান। ইহার সন্ন্যাসের নাম শঙ্করারণ্য। বিদ্যা শিক্ষা করিয়া পণ্ডিত হইয়া পিতামাতাকে কাঁদাইয়া বিশ্বরূপ কৌমার্য্যে ব্রহ্মচর্য্য লইয় চলিয়া গেল দেখিয়া জগন্নাথ মিশ্র নিমাইকে মুর্খ করিয়া রাখিবার সংকল্প করিলেন। নিমাই বিদ্যাশিক্ষা করিতে না পাইয়া অতিশয় মর্ম্মাহত হইলেন। কিছুতেই তাহার তৃপ্তি হয় না। কি করিলে বিদ্যাশিক্ষা করিতে পাইব এই চিন্তা করিয়া চতুরচুড়ামণি একদিন বাড়ীর যে স্থানে অনাচার আবর্জ্জনা পরিত্যাগ করে সেই অপবিত্রস্থানে ছল করিয়া পরিত্যক্ত মৃৎপাত্রের উপর নির্ব্বিকারচিত্তে সুখে উপবেশন করিলেন। শচীমাতা দেখিয়া বলিলেন ছিঃ ছিঃ কোথায় বসিয়াছ ঐ স্থানে গেলে স্নান করিতে হয় তোমার কোন জ্ঞান নাই। নিমাই বলিলেন জ্ঞান কি করিয়া হইবে তোমরা আমাকে মূর্খ করিয়া রাখিলে।

প্রভু বলে তোরা মোরে না দিলি পাড়তে।
ভদ্রাভদ্র মূর্খ বিপ্র জানিব কিমতে।

মূর্খ আমি না জানি গো ভালমন্দ স্থান।
সর্ব্বত্র আমার এক অদ্বিতীয় জ্ঞান।

তৎকালে নবদ্বীপে গঙ্গাদাস নামে সান্দীপনী তুল্য এক পণ্ডিত ছিলেন। নিমাই তাঁহার টোলে অধ্যয়ন আরম্ভ করিলেন। অল্প দিনেই মুগ্ধবোধ কলাপ শেষ করিয়া কাব্য ও অলঙ্কারে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিলেন। নবদ্বীপের তৎকালীন অবস্থা চৈতন্য ভাগবতে কি সুন্দরভাবে বর্ণিত আছে।

পড়ুয়ার অন্ত নাহি নবদ্বীপ পরে।
পড়িয়া মধ্যাহ্নে সবে গঙ্গাস্নান করে।
এক অধ্যাপকের সহস্র শিষ্যগণ।
অন্যান্য কলহ করেন অনুক্ষণ।
প্রথম বয়স প্রভু স্বভাব চঞ্চল।
পড়ুয়াগণের সহ করয়ে কোন্দল।

নিমাইয়ের জন্মের বহুপূর্ব্বেই রাঢ়দেশে একচক্র গ্রামে রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণকুলে মাঘী শুক্ল ত্রয়োদশীতে নিতাই জন্মিয়াছেন। নিত্যানন্দের পিতা হারাধন ওঝা এবং মাতা পদ্মাবতী, আদর্শ দম্পতী ছিলেন। নিত্যানন্দের দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তাঁহাদের গৃহে এক সন্ন্যাসী অতিথি হন। তিনি তাঁহাদিগকে কৌশলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়া নিত্যানন্দকে ভিক্ষায় লাভ করেন। সন্ন্যাসী, নিত্যানন্দকে তীর্থ সহচর করিয়া লইয়া যান! শ্রীহট্ট নিবাসী উপেন্দ্র মিশ্রের কংসারি, পরমানন্দ, পদ্মনাভ, সর্ব্বেশ্বর, জগন্নাথ, জনার্দ্দন, ত্রৈলোক্য নাথ, এই সাত পুত্র, তন্মধ্যে জগন্নাথ একাকী আসিয়া নবদ্বীপে বাস করেন। জগন্নাথ একবার জন্মভূমি

দর্শন করিতে যাইবার সংকল্প করেন, কিন্তু তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বিশ্বরূপ সন্ন্যাসী হইয়া চলিয়া যাওয়ায় মনের অশান্তিতে যাইতে পারেন নাই। বহুদিন পরে শ্রীহট্ট যাইবার জন্য পুনরায় কৃতসংকল্প হন, কিন্তু তিনি একদিন স্বপ্ন দেখেন নিমাই যেন শিখামুণ্ডন করিয়াছেন এবং সন্ন্যাসী হইয়া কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া নানাদেশে পর্য্যটন করিয়া নীলাচলে অবস্থান করিতেছেন। শচীদেবী তাঁহার বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন স্বপ্ন অলীক, উহা মনের কল্পনা মাত্র, নিমাই আমার দিবারাত্রি বিদ্যা উপার্জ্জন ব্যতীত আর কোনও কার্য্যে মন দেয় না। নিমাই আমার গৃহে বসিয়া আজীবন বিদ্যাই উপার্জ্জন করিবে। মিশ্র কিন্তু স্বপ্ন দেখিয়া শ্রীহট্ট যাইবার সংকল্প পরিত্যাগ করিলেন। নিমাই একদিন পিতাকে বলিলেন ব্যাকরণের সূত্র আমার সমস্ত কণ্ঠস্থ, জগন্নাথ পুত্রের মেধাশক্তির মনে মনে সহস্র প্রশংসা করিলেন কিন্তু বাহিরে বলিলেন মুখস্থ করিলে কি হইবে, যথাস্থলে সূত্র প্রয়োগ করিতে হইবে। জগন্নাথ মিশ্র নিমাইয়ের মত প্রতিভাশালী ও পিতৃমাতৃভক্ত পুত্র পাইয়া আরও কিছুকাল ইহলোকে আনন্দ উপভোগ করিয়া পরলোক গমন করিলেন। নিমাই পিতৃশোকে আকুল হইলেন। যথাকালে পিতৃকৃত্য সমাধা করিয়া শুদ্ধিলাভ করিলেন। গৌরসুন্দর দিবানিশি বিদ্যারসেই বিভোর থাকেন। গঙ্গাদাস পণ্ডিতের সভায় কখনও পূর্ব্বপক্ষ কখনও প্রতিপক্ষ হইয়া বিচার করেন। মহাপ্রভু মুরারী গুপ্তকে ব্যাকরণ পড়িতে দেখিয়া একদিন কহিলেন, যথা—প্রভু কহে বৈদ্য তুমি ইহা কেন পড়। লতাপাতা নিয়োগিয়া রোগী কর দৃঢ়। ব্যাকরণ শাস্ত্র এই বিষম অবধি। কফ পিত্ত অজীর্ণ ব্যবস্থা নাহি ইথি।

শচীদেবী বিশ্বম্ভরের বিবাহযোগ্য বয়স হইয়াছে বিবেচনা করিয়া একটী সুলক্ষণা কন্যার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। অবশেষে একদিন বনমালী ঘটক শচীদেবীর গৃহে গমন করিয়া প্রস্তাব করিলেন, বল্লভাচার্য্যের একটী পরমাসুন্দরী রূপবতী কন্যা আছে তাহার নামও লক্ষ্মী এবং গুণেও লক্ষ্মী স্বরূপিনী। নবদ্বীপের মধ্যে নিমাইয়ের যোগ্যা সহধর্ম্মিণী লক্ষ্মী বিনা আর কাহাকেও দেখিতে পাই না। শুভদিনে শুভক্ষণে লক্ষ্মীর সহিত নিমাইয়ের উদ্বাহ নির্ব্বাহ হইল। শচীদেবী পুত্রবধু লইয়া সুখে দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন। তিনি কখনও গৃহাভ্যন্তরে অগ্নিশিখার ন্যায় জ্যোতি দর্শন করেন, কখনও পদ্মপুষ্পের গন্ধ গৃহ আমোদিত করিয়াছে অনুভব করেন, কিছুই নির্ণয় করিতে পারেন না। নিমাই কখনও কখনও তাঁহার অধ্যাপক গঙ্গাদাস পণ্ডিতের আলয়ে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলেন গুরুদেব নূতন পাঠ দেন, তিনি সহর্ষে কহেন তুমি চিরদিনের প্রবীন পড়ুয়া তোমার নিমিত্ত নূতন পাঠ কোথায় পাইব। নিমাইকে পথে দাম্ভিকের ন্যায় গমন করিতে দেখিয়া নবদ্বীপ প্রবাসী অদ্বৈত শ্রীবাস আদি ভাগবতগণ তাঁহার কন্দর্প বিনিন্দিতরূপ মাধুরী দেখিয়া মোহিত হন, পরক্ষণেই তাঁহাদের হরিষে বিষাদ হয়, তাঁহারা মনে করেন এমন সুন্দর সুঠাম পুরুষ, কেবল পাণ্ডিত্যেই পরিপূর্ণ, প্রেমের অঙ্কুরও ইহার ভিতর দেখিতে পাই না। আশি লক্ষ যোনী পরিভ্রমণ করিয়া দুর্লভ মানব জন্ম পাইয়া নিমাই পরাবিদ্যা পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের সাধনা না করিয়া অপরাবিদ্যা ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ জ্যোতিষাদির সাধনায় নিমগ্ন হইয়া বৃথা কালক্ষর করিতেছে। নিমাই যদি ভাগবত অধ্যয়ন করিত তাহা হইলে পরম ভক্ত হইয়া আমাদের

কত আনন্দ বৰ্দ্ধন করিত। নিমাই মনে মনে কহিলেন আপনাদের আশীর্ব্বাদে আমি এমন কৃষ্ণভক্ত হইব যে আপনাদের আনন্দের পরিসীমা থাকিবে না। নিমাই মুকুন্দকে দেখিলে তাঁহাকে মুগ্ধ-বোধের দুর্ব্বোধ স্থান হইতে প্রশ্ন করেন, মুকুন্দ যথাযোগ্য উত্তর দিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করেন। মুকুন্দ পরম বৈষ্ণব, সেইজন্য দাম্ভিক নিমাইয়ের সঙ্গ তিনি সর্ব্বদা পরিহার করিবার চেষ্টা করিতেন। নিমাই মনে মনে কহিতেন সময় আসিলে আমার ভিতরে এমন বৈষ্ণবের চিহ্ন দেখিতে পাইবে যাহা শিব ও নারদের ভিতরে নাই। এই সময় নবদ্বীপে ঈশ্বরপুরী অদ্বৈতের প্রবাস ভবনে আগমন করি-লেন; অদ্বৈত তাঁহাকে বৈষ্ণব সন্ন্যাসী বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। অবশেষে পরিচয়ে তিনি গুরু ভাই জানিতে পারিলেন। অদ্বৈতের গৃহে মুকুন্দের কীর্ত্তন শুনিয়া পরম ভক্ত ঈশ্বর পুরীর ভাবাবেশ হইল। একদিন নিমাই পণ্ডিত অধ্যাপনা করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছেন এমন সময়ে ঈশ্বরপুরী নবদ্বীপের রাজপথে তাঁহাকে দেখিতে পাইলেম। ঈশ্বরপুরী সিন্ধুপুরুষের ন্যায় গম্ভীর মূর্ত্তি নিমাইকে দেখিয়া তাঁহার সবিশেষ পরিচয় লইলেন। অবশেষে বলিলেন তুমি সেই, যাঁহার জন্য আমি দেশে দেশে পরিভ্রমণ করিতেছি নিমাইও তাঁহাকে তাঁহার ভাবী গুরু জানিয়া সমাদর করিয়া গৃহে লইয়া গেলেন এবং যথাযোগ্য তাঁহার পরিচর্য্যা করিলেন। ঈশ্বরপুরী কয়মাস নবদ্বীপে গোপীনাথ আচার্য্যের গৃহে বাস করিয়া গয়াধামে যাত্রা করিলেন। নিমাই একদিন গদাধরকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি ন্যায় পড়। গদাধর বলিলেন পড়ি। নিমাই পূর্ব্বপক্ষ করিলেন মুক্তির লক্ষণ কি। গদাধর বলিলেন আত্যন্তিক দুঃখ নাশ। নিমাই তাহা খণ্ডন করিয়া স্বমত

স্থাপন করিলেন। নিমাই ভাগ্যবান মুকুন্দ সঞ্জয়ের গৃহের চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া অধ্যাপনা করিতেন। একদিন গৃহে বায়ুর ছলে মহাপ্রভু প্রেমের সাত্তিক লক্ষণ প্রকাশ করেন। বুদ্ধিমন্ত বসু খাঁ ও মুকুন্দ সঞ্জয় তৎকালে নবদ্বীপের মধ্যে ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহারা নিমাইয়ের বায়ুবিকার দেখিয়া শিরদেশে মর্দ্দন করিবার জন্য বিষ্ণু তৈল ও নারায়ণ তৈল দিয়াছিলেন। শচীদেবী ও লক্ষ্মীদেবী বায়ু বিকার দেখিয়া ভুতগ্রস্ত মনে করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে রোজা ডাকিতে পাঠাইলেন। এমন সময় একজন বৈষ্ণব ভিক্ষা করিতে আসিয়া কৃষ্ণবিষয়ক সঙ্গীত করিতে লাগিলেন, সেই সঙ্গীত কর্ণ কুহরে প্রবেশ করিলে তাঁহার চৈতন্য হইল। লক্ষ্মীদেবী প্রতিদিন প্রত্যুষে সর্ব্বাগ্রে গাত্রোত্থান করিয়া যাবতীয় গৃহকর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া গঙ্গাস্নানে যাইতেন, তৎপরে স্বামীর নারায়ণ পূজার জন্য পুষ্প, তুলসী চন্দন আয়োজন করিয়া দিয়া রন্ধন করিতেন, মধ্যাহ্নে পতির ভোজন হইলে, শ্বশ্রূর সমস্ত আয়োজন করিয়া দিতেন। তিনি মাতার ন্যায় শ্বশ্রূর সেবা শুশ্রূষা করিতেন। পুত্রবধূকেও শচীদেবী কন্যানির্ব্বিশেষে যত্ন করিতেন।

নবদ্বীপে এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত আগমন করেন। তিনি নানা দেশ জয় করিয়া জয়পত্র পাইয়াছেন। নবদ্বীপ জয় হইলেই তাঁহার ভারতজয় সমাধা হয়। নিমাই পণ্ডিতের ও এই সমাচার কর্ণগোচর হইল। তিনি বলিলেন দর্পহারী হরি কাহারও দর্প রাখেন না। দিনমণি অস্তাচলচূড়াবলম্বন করিয়াছেন, জ্যোৎস্নাময়ী যামিনীও সমাগত প্রায়, গগন চন্দ্রাতপ নক্ষত্রালোকে শোভমান, কুমুদিনী কান্তও কান্তার সহিত মিলনের আশায় কিরণজাল বিস্তার করিয়া জল স্থল অন্বেষণ করিতেছেন, ভাগীরথী বক্ষের তরঙ্গ ঘাত

প্রতিঘাতে বেলাভূমি সিক্ত করিতেছে, এই শুভ মুহূর্ত্তে নিমাই পণ্ডিত সশিষ্য ভাগীরথীতটে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় তথায় দিগ্বীজয়ী পণ্ডিত সান্ধ্য সমীরণ সেবন বরিতে আগমন করিয়া নিমাই পণ্ডিতের দর্শনলাভ করিলেন। পরস্পরের প্রশংসার পরে নিমাই পণ্ডিত দিগ্বীজয়ীকে একটী গঙ্গার স্তব রচনা করিতে বলিলেন। তিনি নিম্নলিখিত শ্লোক রচনা করিলেন। যথা—

মহত্ত্বং গঙ্গায়াঃ সততমিদমাভাতি নিতরাং,
যদেষা শ্রীবিষ্ণোশ্চরণকমলোৎপত্তি সুভগা।
দ্বিতীয় শ্রীলক্ষ্মীরিব সুরনরৈরর্চ্চ্যচরণা,
ভবানীভর্ত্তুর্যা শিরসি বিভবত্যদ্ভুত গুণা।

দিগ্বীজয়ী শ্লোকের ব্যাখ্যা করিলেন, নিমাই পণ্ডিত বলিলেন শ্লোকের কি দোষ আছে বিচার করুণ। তিনি বলিলেন শ্লোক নির্দ্দোষ, নিমাই কহিলেন—যদি রোষ না করেন তাহা হইলে দোষ দেখাইতে পারি। দিগ্বীজয়ীর অনুমতি লইয়া নিমাই বলিলেন অবিমৃষ্টবিধেয়াংশ দুই ঠাঁই চিহ্ন। বিরুদ্ধমতি ভগ্নক্রমপুনরাত্ত দোষ তিন। দিগ্বীজয়ী নিমাই পণ্ডিতের নিকট পরাজয় স্বীকার করিলেন।

একদিন নিমাই জননীকে কহিলেন বঙ্গদেশে প্রবাসে যাইব তথায় কয়মাস থাকিতে মানস করিয়া আপনার নিকট অনুমতি লইতে আসিয়াছি। নিমাই কখনও বিদেশে গমন করেন নাই তাহাতে বালক, শচীদেবী কোথায় প্রাণটী রাখিয়া অনুমতি দিবেন, অবশেষে নিমাইয়ের কাতোরোক্তিতে সম্মতি প্রদান করিলেন। লক্ষ্মী প্রতি কহিলেন শ্রীগৌরসুন্দর! মায়ের সেবন তুমি করিবে নিরন্তর। মহাপ্রভু শিষ্যগণকে লইয়া বঙ্গদেশে যাত্রা করিলেন। পাঠক, অধুনা যাহাকে পূর্ব্ববঙ্গ বলা হয় সেকালে

উহার কতক অংশকে বল্লালের বঙ্গ কহিত। পদ্মানদী উত্তীর্ণ হইয়া নিমাই যথাসময়ে বঙ্গদেশে আসিলেন চতুর্দ্দিকে প্রচার হইল নবদ্বীপের অধ্যাপক শিরোমণি দিগ্বীজয়ী নিমাই পণ্ডিত আসিয়াছেন। অনেক অধ্যাপক ও ছাত্র তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিয়া বলিলেন আপনার কৃত টীকাই এখানে অধ্যাপনা ও অধ্যয়ন হইতেছে। নিমাই কয়মাস তথায় বাস করিয়া স্বর্ণ রজত জলপাত্র, দিব্যাসন সুন্দর বাসন, ভোট কম্বল ইত্যাদি বহুমূল্য দ্রব্যাদি বিদায় পাইয়াছিলেন। তিনি ঐ সকল দ্রব্যাদি লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

নিমাই গৃহে উপনীত হইয়া জননীর পদধুলি গ্রহণ করিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন, জননী মৌনী রহিলেন, তাঁহার নয়নপ্রান্তে দুই এক বিন্দু অশ্রু দেখা দিল। নিমাই জননীকে কহিলেন আমি ধন সম্পত্তি লইয়া বহু দিনের পরে প্রবাস হইতে গৃহে প্রত্যাগমন করিলাম, আপনি আমাকে দেখিয়া কত প্রফুল্ল হইবেন তাহা না হইয়া এত বিষণ্ন কেন। একজন প্রতিবাসী রমণী নিমাইকে উৎকণ্ঠিত দেখিয়া কহিলেন নিমাই তোমার ব্রাহ্মণী নাই। নিমাই যে সময় বঙ্গদেশে ছিলেন সে সময় বিরহ ব্যাধিতে ব্যথিতা লক্ষ্মীদেবী দিন দিন ক্ষীণ কলেবর হইয়া তনু ত্যাগ করিয়াছেন। নিমাই পত্নীর বিয়োগ বার্ত্তা অবগত হইরা দক্ষালয়ে সতী প্রাণত্যাগ করিলে মহাদেব যেরূপ শোকাকুল হইয়াছিলেন তদ্রূপ হইলেন। তৎপরে ধৈর্য্যধারণ করিয়া কহিলেন। কা তব কান্তা কস্তে পুত্র। অনন্তর মাতাকে নানা প্রকারে সান্তনা করিতে লাগিলেন।

প্রভু বলে মাতা দুঃখ ভাব কি কারণে।
ভবিতব্য আছে যা তা খণ্ডিবে কেমনে।

এই মত কালগতি কেহ কার নয়।
সংসার অনিত্য তাই সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়।
ঈশ্বরের অধীন যে, সকল সংসার।
সংযোগ বিয়োগ কে করিতে পারে আর।
অতএব যে হইল ঈশ্বর ইচ্ছায়।
সেই সে হইল আর কি কার্য্য দুঃখ তায়।
স্বামীর অগ্রেতে গঙ্গা পায় যে সুকৃতি।
তার বড় আর কেবা আছে ভাগ্যবতী। (চৈভা)

নিমাইয়ের প্রবোধ বচনে জননী কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা পাইলেন, তৎপরে নিমাইয়ের মুখচুম্বন করিয়া তাহার কুশল বার্ত্তা লইলেন। নিমাই পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আসিয়া অবধি নবদ্বীপের বাঙ্গাল ছাত্রদিগকে তদ্দেশীয় ভাষা অনুকরণ করিয়া বিদ্রুপ করেন। একদিন কতিপয় শ্রীহট্টবাসীকে ঐরূপ তামাসা করিতেছেন, তাহারা ক্রোধান্বিত হইয়া নিমাইকে যৎপরোনাস্তি ভৎর্সনা করিল। তাহারা কহিল তোমার পিতামাতার জন্মভূমি কোথায়। বস্তুতঃ নিমাইয়ের মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর এবং পিতা জগন্নাথ মিশ্রের জন্ম স্থান শ্রীহট্ট, তাঁহারা উভয়েই তথা হইতে আসিয়া নবদ্বীপে বাস করিয়াছেন। কিছুদিন পরে শচীদেবী নিমাইয়ের জন্য পাত্রী স্থির করিলেন। রাজপণ্ডিত সনাতনের কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সহিত নিমাইয়ের বিবাহ হইল। শচীদেবী পুনরায় পুত্রবধু লইয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। নিমাইও নবীনা গৃহিণী লইয়া কিছুদিন সংসারী হইলেন। নবদ্বীপে অদ্বৈত প্রমুখ বৈষ্ণবগণ হরিভক্তি বিহীন সংসারের দুর্গতি দেখিয়া বড়ই ব্যথিত হইলেন, এমন সময় হরিদাস নামে একজন ভক্ত নবদ্বীপে আগমন

করিলেন। বুঢ়ন গ্রামের একজন মুসলমান বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার বৈষ্ণব নাম হরিদাস। তিনি আপনার গৃহ পরিত্যাগ করিয়া বেনাপোলের বনমধ্যে কুটির নির্ম্মাণ করিয়া, তুলসীর সেবা এবং দিবারাত্রে তিন লক্ষ হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন, তথা ব্রাহ্মণ গৃহে ভিক্ষা নির্ব্বাহ করিতেন। রামচন্দ্র খান সেই দেশের জমিদার ছিলেন। তিনি বৈষ্ণবদ্বেষী পাষণ্ড, হরিদাসকে লোকে পূজা করে দেখিয়া তাঁহার হিংসা হইত। তিনি হরিদাসের ছিদ্র অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, অবশেষে একদিন বেশ্যাগণকে আনাইয়া বলিলেন যদি তোমরা হরিদাস বৈরাগীর বৈরাগ্যধর্ম্ম নাশ করিতে পার তাহা হইলে তোমাদিগকে বিশেষ পুরস্কার দিব। বেশ্যাগণ মধ্যে একজন সুন্দরী ছিল; সে বলিল আমি তিন দিনে তাহার মন হরণ করিব। অনন্তর রামচন্দ্র খান কহিল, আমার একজন পাইক তোমার সঙ্গে যাউক, তোমার সহিত একত্র যেন তাহাকে ধরিয়া আনে। বেশ্যা কহিল আমার সঙ্গে তাহার প্রণয় হউক, তৎপরে তাহাকে ধরিবার নিমিত্ত পাইক লইয়া যাইব। রাত্রিকালে সেই বেশ্যা বেশবিন্যাস করিয়া হরিদাসের কুটিরে উপস্থিত হইল। তথায় তুলসী প্রণাম করিয়া হরিদাসের দ্বারে গিয়া নমস্কার করতঃ দাঁড়াইয়া রহিল। হরিদাস তাহার দিকে চাহিলে সে বলিল "ঠাকুর তুমি পরম সুন্দর, তোমার প্রথম যৌবন, তোমাকে দেখিয়া কোন্ নারীর মন ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারে? আমি তোমাকে দেখিয়া এত মুগ্ধ হইয়াছি যে তোমাকে না পাইলে প্রাণধারণ করিতে পারিতেছি না"। হরিদাস কহিলেন যে পর্য্যন্ত আমার নামের সংখ্যা পুর্ণ না হয়, সেই পর্য্যন্ত তুমি বসিয়া নাম সংকীর্ত্তন শ্রবণ কর; নাম সমাপ্ত হইলে তোমার মনবাসনা

পূর্ণ করিব। এই শুনিয়া সেই বেশ্যা হরিদাসের নিকট বসিয়া রহিল। হরিদাসের নাম লইতে প্রাতঃকাল হইল দেখিয়া বেশ্যা চলিয়া গেল। সে রামচন্দ্র খানকে বলিল হরিদাস আমাকে অঙ্গীকার করিয়াছে কিন্তু কল্য তাহার অবকাশ না হওয়ায় সঙ্গম হয় নাই অদ্য রজনীতে গমন করিলে আমার সহিত নিশ্চয় তাহার মিলন হইবে। বেশ্যা যামিনীযোগে পুনরায় হরিদাসের আলয়ে উপস্থিত হইল। হরিদাস তাহাকে আশ্বাস দিয়া কহিলেন কল্য রজনীতে তোমার বড় ক্লেশ হইয়াছিল, আমার অপরাধ লইও না, তুমি বসিয়া নাম সঙ্কীর্ত্তন শ্রবণ কর নাম সংখ্যা পূর্ণ হইলে তোমার কামনা পূর্ণ করিব। বেশ্যা সেই আশায় নিকটে বসিয়া থাকিল এবং কত হাবভাব দেখাইতে লাগিল। এই প্রকারে রজনী প্রায় অবসান হইল বেশ্যা নিরাশায় দুঃখপ্রকাশ করিতে লাগিল। হরিদাস কহিল আমি একমাসে কোটি নাম গ্রহণরূপ যজ্ঞ করিব, এই দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছি, অদ্য ইহা সমাপ্ত হইবে এই জ্ঞান ছিল, সমস্ত রাত্রি নাম গ্রহণ করিলাম সমাপ্ত করিতে পারিলাম না। কল্য সমাপ্ত হইলে, আমার ব্রত উদ্‌যাপন হইবে তখন তোমার সহিত স্বচ্ছন্দে বিহার করিব। অনন্তর বেশ্যা রামচন্দ্র খানকে এই সংবাদ কহিল। পুনরায় সায়ংকালে বেশ্যা হরিদাসের সমীপে উপনীত হইল। হরিদাস কহিলেন অদ্য আমার নাম সংখ্যা পূর্ণ হইবে, তৎপরে তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিব। কীর্ত্তন করিতে করিতে রজনীও প্রভাত হইল, হরিদাসের নাম জপের সংখ্যাও পূর্ণ হইল। বেশ্যার কিন্তু তিন দিবস সাধুসঙ্গে থাকিয়া হরিনাম শ্রবণ করিয়া পূর্ব্বস্বভাবের এক অভিনব পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সে তখন গৃহে গমন না করিয়া হরিদাসের চরণে নিপতিতা হইয়া সকাতরে কহিল

ঠাকুর আমি আপনার নিকট অতিশয় অপরাধী, আমাকে রামচন্দ্র খাঁ পুরস্কারের লোভ দেখাইয়া আপনার বৈরাগ্য ধর্ম্ম নষ্ট করিবার জন্য প্রতি রজনীতে আমাকে এখানে পাঠাইয়াছে। আপনি আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন আমি বেশ্যা হইয়া কতজনের সর্ব্বস্ব হরণ করিয়াছি, আমার কপট প্রেমে মুগ্ধ হইয়া, আমার অনিত্য দৈহিক লাবণ্যের লালসায় কতজন তাহাদের অমূল্য জীবন হারাইয়াছে। মূঢ় কামান্ধ নর মরীচিকা ভ্রমে আমার মত মরু-ভূমিতে শীতল হইতে আসিত, আমার ছলনায় প্রতারিত হইয়া কতজন রূপবতী গুণবতী সহধর্ম্মিণীকে দিবানিশি অশ্রুনীরে ভাসাইয়াছে, পথের কাঙ্গালিনী করিয়াছে। ঠাকুর, আমার পাপের অবধি নাই। আপনি কৃপা করিয়া আমাকে পাপ হইতে পরিত্রাণ করুন এবং দয়া করিয়া আমাকে উপদেশ দেন যাহাতে আমি সমস্ত ক্লেশ হইতে মুক্ত হইতে পারি। হরিদাস কহিলেন সাধ্বি, তোমার অনুতাপেই তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে। তোমার বিবেকানলে সমুদয় পাপ ভস্মীভূত হইয়াছে। তথাপি তোমার উপরোধে এই উপদেশ দিতেছি যে পাপ পথে থাকিয়া যে অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছ সর্ব্ব অনর্থের মূল সেই অর্থ ব্রাহ্মণদিগকে দান করিবে এবং নিরন্তর হরিনাম শ্রবণকীর্ত্তন ও তুলসীর সেবা করিবে তাহা হইলেই কৃষ্ণ তোমায় কৃপা করিয়া শ্রীচরণে স্থান দিবেন। তদনন্তর সেই বেশ্যা গুরুর আদেশ পাইলাম এই বলিয়া হরিদাস ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইল। সেই বেশ্যা মস্তক মুণ্ডন করিয়া দেহের অর্দ্ধেক সৌন্দর্য্য নষ্ট করিল। প্রথমে সে ইন্দ্রিয় সংযমের জন্য মৎস্য ত্যাগ করিল, তৎপরে একাহারী ও হবিষ্যান্নভোজী হইল অবশেষে ফলাহারী ও

চর্ব্বন উপবাসী হইয়া দুর্ব্বার ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিয়া, প্রতিদিন তিনলক্ষ হরিনাম করিতে করিতে তাহার মনপ্রাণ হরি-পাদপদ্মে লীণ হইয়াছে। এক্ষণে ঐ বেশ্যা ফুলিয়া নগরে একটী গোফার ভিতরে বাস করে, বাহিরে একটী অজাগড় সর্প থাকে, কোনও দুষ্টলোক তাহাতে বিরক্ত করিতে পারে না, সে মধ্যাহ্নে কোনও গৃহীর গৃহে অতিথি হইয়া জীবনধারণের উপযোগী যৎ-কিঞ্চিৎ ভিক্ষা করে, অবশিষ্ট সময় হরিনামেই বিভোর থাকে। বড় বড় সাধু মোহান্ত তাঁহাকে প্রতিদিন দর্শন করিতে যান। ভগবানভক্তদিগকে কত প্রকারে পরীক্ষা করেন। প্রহ্লাদকে যেমন কঠিন পরীক্ষা করিয়াছিলেন, হরিদাসের প্রতি সেইরূপ কঠোর পরীক্ষা আরও কত হইয়াছে। একদিন মুসলমানগণ কাজী সাহেবের নিকট অভিযোগ করিল বুঢ়ণ গ্রামের একজন মুসলমান বৈষ্ণব হইয়াছেন,তাহার দৃষ্টান্তে দেশের আরও মুসলমান বৈষ্ণব হইতে পারে। কাজী সাহেব মুলুকপতির নিকট এই বৃত্তান্ত লিখিয়া পাঠাইলেন। মুলুকপতি প্রহরী পাঠাইয়া হরিদাসকে ধরিয়া আনিলেন, এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কত পুণ্যফলে একেশ্বরবাদী পবিত্র মুসলমান কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ "এক্ষণে এই পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্ম কেন গ্রহণ করিলে।" হরিদাস কহিলেন পরমার্থে সকল ধর্ম্মই এক, ঈশ্বর এক বই দুই নয়। মুসলমানেরা যাঁহকে খোদা, আল্লা, বলিয়া উপাসনা করেন, হিন্দুরা তাঁহাকেই হরি, কৃষ্ণ বলিয়া থাকেন। সকল ধর্ম্মেই দুনিয়ার মালিক একজনই আছেন। অতএব আপনিও যাঁহার ভজন সাধন করেন আমিও তাঁহারই ভজন সাধন করি।" অজ্ঞান ব্যক্তি এক ঈশ্বরেই বহু ঈশ্বর

দেখিয়া থাকে। মুলুকপতি হরিদাসের এই জ্ঞানগর্ভ উপদেশ শ্রবণ করিয়া তাঁহার প্রতি বীতরাগ হইলেন, কিন্তু তথায় কাজী সাহেবও উপস্থিত ছিলেন, তিনি হরিদাসের উপর নানা প্রকার দোষারোপ করিলেন। অবশেষে কাজীর প্ররোচনায় মুলুকপতি হরিদাসের প্রতি কঠোর দণ্ড বিধান করিলেন। তিনি আদেশ করিলেন,—বাইশটী বাজার আছে, প্রতি বাজারে ইহাকে লইয়া যাও এবং বাজারের সকল লোকই যেন ইহাকে প্রহার করে। এই প্রকারে ইহার প্রাণান্ত না হওয়া পর্য্যন্ত প্রতি বাজারে প্রহারের জন্য লইয়া যাইবে।

প্রহরীরা প্রভুর আদেশ পাইয়া হরিদাসকে প্রতি বাজারে লইয়া গেল কিন্তু বাইশ বাজারে প্রহৃত হইয়াও হরিদাসের প্রাণ বাহির হইল না। তখন প্রহরীরা তাহাদের প্রাণভয়ে ভীত হইয়া কহিল, "মুলুকপতি এই প্রহারের কথা কোনও মতেই বিশ্বাস করিবেন না। অতএব ইহার পরিবর্ত্তে আমাদেরই প্রাণদণ্ড হইবে।" হরিদাস তাহাদের এই কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া ব্যথিত হইলেন, তিনি যোগবলে শ্বাস প্রশ্বাস রোধ করিয়া ভূতলে পতিত হইলেন। প্রহরীরা তাঁহাকে মৃত মনে করিয়া তাঁহার শবদেহ লইয়া মুলুকপতির নিকট উপস্থিত হইল। তিনি কহিলেন, কোরাণে আছে কবরে দিলে মৃত ব্যক্তির আত্মার সদগতি হয়, অতএব এই ব্যক্তি যেরূপ পাপ করিয়াছে ইহার আত্মার যাহাতে অসদগতি হয় সেই ব্যবস্থাই যুক্তিসঙ্গত। অবশেষে হরিদাসের শবদেহ গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করা হইল। শববাহীরা চলিয়া গেলে হরিদাস যোগনিদ্রা হইতে জাগ্রত হইয়া পরপারে উত্তীর্ণ হইলেন। তিনি মুলুকপতির নিকট পরক্ষণেই আগমন

করিলেন। মুলুকপতি তাঁহার এই অলৌকিক কার্য্য দেখিয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন এবং তদবধি হরিদাসকে মহাপীর বলিয়া শ্রদ্ধা ভক্তি করিতে লাগিলেন।

এতাদৃশ পরমভক্ত হরিদাসকে পাইয়া নবদ্বীপের ভক্তগণের আনন্দের আর সীমা নাই। অদ্বৈত প্রভু হরিদাস ঠাকুরকে আপনার প্রাণাপেক্ষাও প্রিয় জ্ঞান করিয়া ভালবাসিতে লাগিলেন। হরিদাস যখন নগরে নগরে উচ্চৈস্বরে হরিসঙ্কীর্ত্তন করেন তখন পাষণ্ডগণ তর্ক করিয়া বলে, ঘরে বসিয়া মনে মনে হরিনাম করিলে কি পুণ্য হয় না? হরিদাস তাহাদিগকে বিনীতভাবে নিবেদন করেন, কোনও সুমিষ্ট বস্তু একাকী খাওয়া ভাল কি পাঁচজনকে দিয়া খাওয়া ভাল? হরিনাম শ্রবণে-কীর্ত্তনে জীবের পাপ দূর হয়, অতএব যে সকল জীবের শ্রবণ কীর্ত্তনের অবসর নাই তাহাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিলে তাহাদের সমস্ত পাপ দূর হইবে বলিয়া আমি নগরে নগবে কীর্ত্তন করিয়া বেড়াই।

একদিন নিমাই জননীকে কহিলেন, গদাধরের শ্রীপদাপদ্মে পিতৃপিণ্ড প্রদান করিবার জন্য আমি গয়াধামে গমন করিব। জননী কহিলেন, তুমি প্রবাসে গমন করিলে আমি গৃহে কি করিয়া থাকিব? নিমাই কহিলেন, "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা পুত্রঃ পিণ্ড প্রয়োজনঃ।" পিতা যখন পুত্র রাখিয়া গিয়াছেন তখন পিতৃকার্য্য পুত্রের করা কর্ত্তব্য, অতএব আপনি এই শুভ কার্য্যে বাধা দিবেন না। শচীদেবী বিশ্বম্ভরের আগ্রহাতিশয্য দেখিয়া গয়া গমনের অনুমতি দিলেন। বিশ্বম্ভর নবদ্বীপ হইতে একজন বিপ্র লইয়া গয়া যাত্রা করিলেন। একদিন গয়ার পথে ঐ বিপ্র দেখিলেন, উপবীতধারী তিন চারি ব্যক্তি গোযান পরিচালন করিতেছে।

তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কোন্ জাতি? তাহারা বলিল, ব্রাহ্মণ। তখন ঐ বিপ্রের তদ্দেশীয় ব্রাহ্মণদের প্রতি অভক্তির উদ্রেক হইল। অন্তর্য্যামী মহাপ্রভু বিপ্রের মনের ভাব অবগত হইলেন। তিনি ব্রাহ্মণমাহাত্ম্য প্রচারের ব্যপদেশে সহসা প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হইয়া কাঁপিতে লাগিলেন, ঐ বিপ্র বিদেশে এই প্রকার জ্বর দেখিয়া বিব্রত হইলেন। মহাপ্রভু কাঁপিতে কাঁপিতে কহিলেন, আমার কিম্বা তোমার পথিমধ্যে কোনও অজ্ঞাত অপরাধের জন্য আমার পিতৃকার্য্যে বিঘ্ন ঘটিল, যাহা হউক বিপ্রপাদোদক আনয়ন কর; বিপ্রপাদোদক পানে জীবের ত্রিতাপ দূর হয়। মহাপ্রভুর সঙ্গী বিপ্র পথিমধ্যে বিপ্রের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন কিন্তু সকট পরিচালক ব্রাহ্মণই দেখিতে পাইলেন, তাহাদের পাদোদক লইয়া মহাপ্রভুকে পান করাইতে তাঁহার প্রবৃত্তি না হওয়ায় শূন্য হস্তে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। মহাপ্রভু যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া তাহাকে কহিলেন, বিপ্র পাদোদক কি পাওয়া গেল? তিনি কহিলেন, এদেশের ব্রাহ্মণ অনাচারী আমি কেমন করিয়া তাহাদের পাদোদক আপনাকে পান করিতে দিব? মহাপ্রভু কহিলেন, "তাঁহারা অতি বিশুদ্ধ বিপ্র, ত্রিসন্ধ্যা ও গায়ত্রী জপ করেন, মৎস্য মাংস আহারে সতত বিরত, সুরাপান ও পরস্ত্রী গমন করেন না। তুমি এখানে যে বিপ্র দেখিতে পাইবে, কোনও বিচার না করিয়া তাঁহাদের পাদোদক ভক্তি করিয়া আনয়ন করিবে"। তখন নবদ্বীপের সেই ব্রাহ্মণ পশ্চিম প্রদেশীয় বিপ্রের পাদোদক ভক্তিপূর্ব্বক আনয়ন করিয়া মহাপ্রভুকে পান করাইবা মাত্র তাঁহার জ্বর দূরীভূত ও শরীর সুস্থ হইল।

মহাপ্রভু গয়ায় গমন করিয়া রাজপথে ঈশ্বর পুরীকে সহসা দেখিয়া অপার আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইলেন। মহাপ্রভু ছলছল নেত্রে ঈশ্বরপুরীকে কহিলেন, অদ্যাপিও আমার দেহ মন শুদ্ধ হয় নাই, আপনি কৃপা করিয়া আমাকে দীক্ষা দিয়া পবিত্র করুন। আমার দেহ আপনাকে সমর্পণ করিলাম, আমি যেন আপনার প্রসাদে কৃষ্ণপাদপদ্মের মকরন্দপানে মত্ত হইতে পারি। ঈশ্বরপুরী নিভৃতে মহাপ্রভুকে দশাক্ষর গোপীনাথ মহামন্ত্র প্রদান করিলেন। মহাপ্রভুর অঙ্গ পুলকে পরিপূর্ণ হইল, নয়ন দিয়া নীর নির্গত হইতে লাগিল। মহাপ্রভু রাধাভাবে ভাবিত হইয়া 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলিয়া উচ্চৈস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। এখন ভাবনিধি মহাপ্রভুর আর ভাবের অভাব নাই, তিনি দন্তে তৃণ লইয়া সকাতরে কহিলেন, আমি কৃষ্ণদাসী পরক্ষণেই "কৃষ্ণহে প্রাণনাথ আমার প্রাণের হরি, আমার মন প্রাণ হরণ করিয়া কোথায় পলায়ন করিলে?" বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভুর এই ভাবে দুইপ্রহর কাল গত হইলে তিনি প্রকৃতিস্থ হইয়া ঈশ্বরপুরীকে কহিলেন, "গয়ায় পিতৃশ্রাদ্ধ করিতে আসিয়াছি কিন্তু দীক্ষা গ্রহণ না করিলে দেহ শুদ্ধ হয় না, দেহ শুদ্ধ না হইলে ধর্ম্মকর্ম্মে অধিকার হয় না আপনার কৃপায় অদ্য সে অধিকার পাইলাম"।

মহাপ্রভু পরদিবসে ফল্গুতীর্থে বালুকার পিণ্ড প্রদান করিয়া, প্রেতগয়া, রামগয়া, যুধিষ্ঠিরগয়া, ভীমগয়া, শিবগয়া, ব্রহ্মগয়া, প্রভৃতি স্থানে শ্রাদ্ধান্তে পিণ্ড প্রদান করিলেন, অবশেষে ষোড়শ গয়ায় ষোড়শা করিয়া সকলকে পিণ্ড দিলেন। তদনন্তর মহাপ্রভু ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করিয়া গদাধরের পাদপদ্মে পিণ্ড প্রদান করিলেন। মহাপ্রভু বাসায় প্রত্যাগমন করিয়া বিশ্রামান্তে রন্ধন করিতে লাগি-

লেন, এমন সময় ঈশ্বরপুরী তথায় উপস্থিত হইয়া কহিলেন, ভাল সময় আসিয়াছি। মহাপ্রভু কহিলেন, দয়া করিয়া যদি এই সময় আসিয়াছেন তাহা হইলে এই অন্ন গ্রহণ করিয়া আমাকে কৃতার্থ করুন,আমি তিলার্দ্ধেরমধ্যে পুনরায় আমার জন্য অন্ন প্রস্তুত করিয়া লইতেছি। মহাপ্রভু স্বহস্তে ঈশ্বরপুরীকে অন্ন পরিবেশন করিলেন তিনিওভোজন করিয়া তৃপ্ত হইলেন। তদনন্তর মহাপ্রভু তাঁহার সঙ্গী ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইয়া আপনি গুরুর প্রসাদ গ্রহণ করিলেন।

গয়াধামে একদিন রাত্রিশেষে মহাপ্রভু কাহাকেও না বলিয়া মথুরা যাত্রা করিলেন, পথি মধ্যে দৈববাণী শ্রবণ করিলেন, "হে দ্বিজরাজ! এক্ষণে মথুরা গমন করিও না, যখন সময় হইবে তখন যাইবে, তুমি নবদ্বীপে প্রতিগমন কর।' মহাপ্রভু ঈশ্বরপুরীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া যথাকালে নবদ্বীপে উপনীত হইলেন। শচীদেবী ও বিষ্ণুপ্রিয়া মহাপ্রভুকে দেখিয়া আনন্দিত হইলেন। প্রতিবাসিগণ ও বিষ্ণুপ্রিয়ার পিতৃগৃহের আত্মীয়েরা নিমাইকে দেখিতে আসিলেন। মহাপ্রভু শ্রীমান্ পণ্ডিত সদাশিব ও মুরারিকে নিভৃতে লইয়া গিয়া কহিলেন,—"আমার দুঃখের কথা তোমাদিগকে কি বলিব? আমি গয়াধামে ঈশ্বরপুরীকে আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহার কৃপায় সেই গোপীজনবল্লভ, নন্দনন্দন, শ্রীরাধার জীবনসর্ব্বস্ব ধনের দর্শন পাইয়াছিলাম, কিন্তু আমার এমনি দুর্ভাগ্য যে তিনি আমার মন প্রাণ হরণ করিয়া কোথায় গমন করিলেন আর তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছি না। বিষ্ণুপাদোদক তীর্থের মাহাত্ম্য কি বলিব? পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ গয়াসুরকে কৃপা করিতে গয়াধামে আগমন করিয়া সেইস্থানে পদপ্রক্ষালন করেন।" এই কথা বলিতে বলিতে নয়নজলে তাঁহার বক্ষস্থল ভাসিয়া গেল, অবশেষে 'হা কৃষ্ণ' বলিয়া

ভূতলে পতিত হইলেন। মহাপ্রভু সংজ্ঞা লাভ করিয়া বলিলেন, "বন্ধুগণ অগুকার মত আপনারা গৃহে গমন করুন, কল্য শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর গৃহে ভক্তগণের সহিত মিলিত হইয়া আমার মনের দুঃখ জানাইব।" পরদিন মহাপ্রভু প্রত্যূষে গঙ্গাদাস পণ্ডিতের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া গৃহে আগমন করিলে তাহার ছাত্রগণ তাঁহাকে দেখিতে আসিল। তিনি তাহাদিগকে মুকুন্দ সঞ্জয়ের চণ্ডীমণ্ডপে লইয়া গিয়া পাঠ দিতে দিতে বলিলেন,—

"পড় এক সত্য বস্তু কৃষ্ণের চরণ।
সেই বিদ্যা যাথে হরিভক্তির লক্ষণ॥
অবিগ্যা সকল কৃষ্ণ বিনে শাস্ত্রে কহে।
রাধাকৃষ্ণভক্তি বিনে কেহ সঙ্গী নহে॥
বিদ্যা কুল ধনমদে কৃষ্ণ নাহি পায়।
ভক্তিতে সে অনায়াসে পায় শ্যামরায়।

ব্যাধস্যাচরণং ধ্রুবস্য চ বয়ো বিদ্যা গজেন্দ্রস্য কা, কুব্জয়াঃ কিমু নাম রূপমধিকং কিং তৎ সুদামো ধনম্। বংশঃ কো বিদুরস্য যাদবপতেরুগ্রস্য কিং পৌরুষং, ভক্ত্যা তুষ্যতি কেবলং ন চ গুণৈর্ভক্তিপ্রিয়ো মাধবঃ।" শ্রীমান্ পণ্ডিতও প্রাতে শ্রীবাসের গৃহপ্রাঙ্গণে কুন্দপুষ্প চয়ন করিতে আসিয়া তথায় শ্রীবাস গদাধর গোপীনাথ ও রামাইকে দেখিয়া কহিলেন, কল্য নিমাই পণ্ডিত গয়া হইতে আসিয়াছেন, আমি তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলাম, কিন্তু দেখিলাম, নিমাই আদৌ উদ্ধত নাই, যেন নূতন মানুষ হইয়া আসিয়াছেন, পাদপদ্ম তীর্থের বর্ণনা করিতে করিতে 'হা কৃষ্ণ' বলিয়া মূর্চ্ছা গেলেন, আমি তাঁহার প্রেমের লক্ষণই দেখিলাম। "বিশ্বম্ভর গয়া হইতে বৈষ্ণব হইয়া

আসিয়াছেন। অদ্য শুক্লাম্বরের কুটীরে সদাশিব ও মুরারি যাইবেন, বিশ্বম্ভর তথায় আসিয়া তাঁহার গয়াধামের অপূর্ব্বদর্শনের বিষয় বিশদরূপে বর্ণনা করিবেন। নির্দ্দিষ্টকালে বিশ্বম্ভর শুক্লাম্বরের গৃহে উপনীত হইলেন। গদাধর, শ্রীমান্, সদাশিব, শুক্লাম্বর ও মুরারি তথায় উপস্থিত ছিলেন। বিশ্বম্ভর কহিলেন, "ঈশ্বরপুরীর নিকট গয়াধামে দীক্ষা লইয়া আমি আমার ইষ্টদেব শ্রীকৃষ্ণকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছিলাম," এই কথা বলিতে বলিতে বিশ্বম্ভর 'কৃষ্ণহে বঁধুহে তুমি কোথায় গেলে?" বলিয়া ভূতলে পতিত হইলেন। বিশ্বম্ভর বাহ্যজ্ঞান লাভ করিয়া দেখিলেন, গদাধর রোদন করিতে-ছেন, তখন বিশ্বম্ভর দুঃখ করিয়া কহিলেন, গদাধরের বাল্যকাল হইতেই শ্রীকৃষ্ণে মতি আছে, আমার এমনি দুর্ভাগ্য যে, আমি প্রাণনাথ শ্রীকৃষ্ণকে পাইয়া হারাইলাম।

একদিন বিশ্বম্ভর সঞ্জয়ের চণ্ডীমণ্ডপে ছাত্রদিগকে পাঠ দিতে দিতে কহিলেন, ব্যাকরণের সূত্র, বেদান্তসূত্র প্রভৃতি ত্রিলোকে যত সূত্র আছে সকলের মূল সূত্র শ্রীকৃষ্ণ; কৃষ্ণই একমাত্র হর্ত্তা কর্ত্তা পালয়িতা ঈশ্বর। "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।" মহাপ্রভু তাঁহার পড়ুয়াদিগকে কহিলেন, জীবের আয়ু যেন পদ্মপত্রস্থ নীর, অতএব এই বাল্যকাল হইতে তোমরা হরিসঙ্কীর্ত্তন করিবে। তাহারা কহিল "প্রভু আমরা হরি সঙ্কীর্ত্তন জানি না। বিশ্বম্ভর তাহাদিগকে শিক্ষা দিলেন,—হরি হরয়ে নমঃ। কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ। যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ। গোপাল গোবিন্দ রামঃ শ্রীমধুসূদনঃ। তদবধি পড়ুয়াগণ ঐ সঙ্কীর্ত্তন করেন। বিশ্বম্ভর শ্রবণ করিয়া আনন্দিত হন। শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর গৃহে ভক্তগণকে লইয়া মহাপ্রভু প্রতিদিন কীর্ত্তন বিলাস করেন, তাঁহার দেহে অশ্রু কম্প

পুলকাদি অষ্ট সাত্ত্বিক বিকার এবং তাঁহার মহাভাব দেখিয়া ভক্তগণ কিছুই নির্ণয় করিতে পারেন না। কেহ কহেন, এই মহাপুরুষ ধ্রুব শুক নারদ প্রহ্লাদাদির মধ্যে একজন হইবেন, কেহ বলেন ইনি শ্রীকৃষ্ণের অংশাবতার, কেহ বলেন ইনি স্বয়ং পূর্ণ শ্রীকৃষ্ণ। ভক্তগণ তখনও নানাবিধ জল্পনা কল্পনা করিতেছেন, মধুকর যেমন সুদূরে শতদলের সন্ধান পাইয়া মধুলোভে দলে দলে ধাবিত হয়, সেইরূপ সহস্রদল গৌরপদকমলের মকরন্দ পান করিবার জন্য ভক্ত ভৃঙ্গদলও দলে দলে নবদ্বীপে আগমন করিলেন। গদাধর, নরহরি, শ্রীনিবাস, মুরারি, মুকুন্দ, বক্রেশ্বর, শ্রীধর, শ্রীমান্, সঞ্জয়, ধনঞ্জয়, শুক্লাম্বর, শ্রীরাম, মহেশ, হরিদাস, নন্দন আচার্য্য, রুদ্র, দামোদর জগদানন্দ পুণ্ডরিকাক্ষ গোবিন্দ প্রভৃতি ভক্তগণ নবদ্বীপে আসিলেন। একদিন মহাপ্রভু শ্রীবাস পণ্ডিত ও তাহার ভ্রাতাগণের সহিত গমন করিতে করিতে শ্রবণ করিলেন, কে যেন অলক্ষিতে বংশীধ্বনি করিতে করিতে তাঁহাদের অনুধাবন করিতেছেন।

মহাপ্রভু একদিন ভক্তগণকে কহিলেন নিত্যানন্দকে না দেখিয়া আমি মনে সুখ পাইতেছি না, পরক্ষণেই নিত্যানন্দ আগমন করিলেন। মহাপ্রভু নিজ গৃহে বসিয়া কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর হইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে কহিলেন নন্দনন্দনকে কি আর আমি পাইব না। এমন সময় দৈববাণী হইল "আপনি ঈশ্বর তুমি শুন বিশ্বম্ভর প্রেম প্রকাশিতে তুমি হলে অবতার। প্রেম ভক্তি দিয়া নিস্তারিবে সর্ব্বলোক। কলিহত জীবের ঘুচিবে সর্ব্বশোক।" এই সময় অদ্বৈত এই প্রকার স্বপ্ন দেখেন যথা—

আর কেন দুঃখ পাও পাইলে সকল।
যে লাগি সংকল্প কৈলে সে হৈল সফল।

যত উপবাস কৈলে যত আরাধন।
যতেক করিলে কৃষ্ণ বলিয়া ক্রন্দন।

যা আনিতে ভুজ তুলি প্রতিজ্ঞা করিলা।
সে প্রভু তোমার আসি বিদিত হইলা।

সর্ব্বদেশে হইবেক হরি সঙ্কীর্ত্তন।
ঘরে নগরে হরি বলিবে অনুক্ষণ।

ব্রহ্মার দুর্ল্লভ ভক্তি যতেক যতেক।
তোমার প্রসাদে সর্ব্বলোক দেখিবেক।

এই শ্রীবাসের ঘরে যতেক বৈষ্ণব।
নৃত্যগীত সঙ্কীর্ত্তনে মজিবেক সব। (চৈতন্য ভাগবত)

একদিন মহাপ্রভু গদাধরকে সঙ্গে করিয়া অদ্বৈতের গৃহে উপস্থিত হইলেন, অদ্বৈত তুলসী ও গঙ্গাজল দিয়া মহাপ্রভুর পূজা করিলেন এবং বলিলেন আমার নিকট তোমার লুকাচুরি চলিবে না, মহাপ্রভু কহিলেন ওরে নাড়াবুড়ো তোমার মহারুদ্রের ন্যায় হুঙ্কার শ্রবণ করিয়া আমি গোলক হইতে আবার ভূলোকে আসিলাম, অদ্বৈত মহাপ্রভুর স্তব করিতে লাগিলেন, স্তবে তুষ্ট হইয়া মহাপ্রভু অর্জ্জুনের ন্যায় অদ্বৈতকে বিশ্বরূপ দর্শন করাইলেন। একদিন মহাপ্রভু অদ্বৈতের গৃহে ভক্তগণকে প্রেমভক্তি বিতরণ করিলেন যথা—(চৈতন্য ভাগবতে)

তবে আচার্য্যের ঘরে কৈলা কৃষ্ণ লীলা।
রুক্মিণী স্বরূপ প্রভু আপনে হইলা।
কভুদুর্গা কভু লক্ষ্মী হয়েন চিচ্ছক্তি।
খাটেবসি ভক্তগণে দিলা প্রেমভক্তি।

মহাপ্রভুর ভক্তগোবিন্দ তাঁহার কড়চায় মহাপ্রভুর গৃহের ও পরিবারবর্গের বর্ণনা করিয়াছেন যথা—

গঙ্গার উপরে বাড়ী অতি মনোহর।
পাঁচখানা বড় ঘর দেখিতে সুন্দর।
শান্তমূর্ত্তি শচীদেবী অতি খর্ব্বকায়।
নিমাই নিমাই বলি সদা ফুকরায়।
বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী হন প্রভুর ঘরণী।
প্রভুর সেবায় ব্যস্ত দিবস রজনী।
লজ্জাবতী বিনোদিনী মৃদু মৃদু ভাষ।
মুই হইলাম গিয়া চরণের দাস।

শ্রীবাসের গৃহে একদিন নিত্যানন্দ একাকী উপবিষ্ট আছেন এমন সময় মহাপ্রভু তথায় আগমন করিলেন নিত্যানন্দ মহাপ্রভুকে প্রণাম করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু কৃপাকরিয়া তাঁহাকে ষড়ভুজরূপ দর্শন করাইলেন। একদিন শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী মহাপ্রভুকে কহিলেন ভগবান আপনি কৃপা করিয়া আমাকে প্রেম দান করুন যেন আমি হরি আরাধনা করিতে পারি; মহাপ্রভু কহিলেন,—

আরাধিতো যদি হরি স্তপসা ততঃ কিং।
নারাধিতো যদি হরি স্তপসা ততঃ কিম্।
অন্তর্ব্বহি যদি হরি স্তপসা ততঃ কিং।
নান্তর্ব্বহি যদি হরি স্তপসা ততঃ কিম্।

মহাপ্রভু ব্রহ্মচারীকে কহিলেন কলিতে হরিনাম ভিন্ন আর গতি নাই। হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।

ব্রহ্মচারী কহিলেন কি করিয়া হরিনাম করিব। মহাপ্রভু কহিলেন—তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।

হে গৌরভক্তগণ মহাপ্রভুর শ্রীমুখ নিঃসৃত ও তাহার স্বরচিত এই শ্লোক আপনারা কণ্ঠে ধারণ করুণ। মহাপ্রভু শুক্লাম্বরকে প্রেমদান করিলেন, শুক্লাম্বরের প্রেমে লোমকূপ সকল কদম্ব কোড়ক বৎ হইল।

একদিন মহাপ্রভু মুরারি গুপ্তের গৃহে গমন করিয়া তাঁহার ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করিলেন, মুরারি দ্রুতবেগে তথায় গমন করিয়া দেখিলেন এক অদ্ভুত বরাহ দেবালয়ের দেব সিংহাসনের উপর দণ্ডায়মান হইয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছে। মুরারিকে দেখিয়া সেই বরাহ বলিল আমায় স্তব পাঠ কর, মুরারি আদি বরাহের স্তব পাঠ করিলেন। তৎপরে সেই বরাহ কহিলেন আমি মীন, কুর্ম্ম, বরাহ, নরসিংহ, বামন, পরশুরাম রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, কল্কি। আমিব্যাস নারদ, হলধর, আমি ব্রহ্মা, শিব। শ্রীবাসের গৃহে সঙ্কীর্ত্তন হইত। নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ অধিকাংশই শাক্ত, তাঁহারা নবদ্বীপের বিশ্বম্ভরের প্রবর্ত্তিত হরি সঙ্কীর্ত্তনের প্রবল বিরোধী হইলেন। মহাপ্রভু শ্রীবাসের গৃহে দ্বার রুদ্ধ করিয়া কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। একদিন গোপালচাপাল নামে এক ব্রাহ্মণ ভবানীপূজার উপকরণ লইয়া শ্রীবাসের গৃহে রাত্রিকালে রাখিয়া দেন, শ্রীবাস প্রাতঃকালে দেখিলেন তাহার দ্বার দেশে কলারপাতার উপরে ওড়ফুল হরিদ্রা, সিন্দুর, রক্তচন্দন, তণ্ডুল এবং পার্শ্বে মদ্য ভাণ্ড কে রাখিয়া গিয়াছে। শ্রীবাস নবদ্বীপের শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদিগকে ডাকিয়া দেখাইলেন এবং বলিলেন আমি প্রতি রজনীতে ভবানীপূজা করিয়া থাকি আপনারা তাহার পরিচয় পাইলেন। মহাপ্রভু এই ঘটনায় ব্যথিত হইয়া ক্রোধভরে কহিলেন, পাষণ্ডী সংহারিতে মোর এই অবতার। পাষণ্ডী সংহারি ভক্তি করিব প্রচার। তিনদিন পরে চাপাল গোপালের কুষ্ঠ হইল।

মহাপ্রভু একদিন শ্রীবাসের গৃহে ভক্তগণকে লইয়া দুই প্রহর কাল কীর্ত্তন করিলেন ভক্তগণ ক্ষুধার্ত্ত হইয়া পড়িলেন, মহাপ্রভু একটী আমের আঁটী শ্রীবাস অঙ্গনে প্রোথিত করিলেন, তৎক্ষণাৎ সেই আঁটী হইতে সদ্য বৃক্ষ হইয়া পক্ক আম্রে শাখা প্রশাখা শোভিত হইল। মহাপ্রভু সেই বৃক্ষ হইতে আম পাড়াইয়া শ্রীকৃষ্ণের ভোগ দিয়া ভক্তগণকে এক একটী আম খাইতে দিলেন। একটী আমের অধিক কেহ খাইতে পারিলেন না। মহাপ্রভু, নিত্যানন্দ, হরিদাস শ্রীবাস অদ্বৈত প্রভৃতি ভক্তগণ সঙ্গে একদিন নবদ্বীপে নগর সঙ্কীর্ত্তনে বহির্গত হইলেন, নিত্যানন্দ প্রভু প্রেমভরে মত্তকরীর ন্যায় ধাবিত হইয়া সকলের অগ্রে বহুদূরে গমন করিয়াছেন এমন সময় সেই পথে জগাই মাধাই নামে দুইজন ব্রাহ্মণ দস্যু নিত্যানন্দের মুখে হরিনাম শ্রবণ করিয়াই বেগে নিত্যানন্দের নিকট উপস্থিত হইল এবং মাধাই একটী কলসীর কানা পথিমধ্যে পাইয়া নিত্যানন্দের প্রতি নিক্ষেপ করিল তৎক্ষণাৎ তাঁহার কপালে লাগিয়া রক্ত নির্গত হইল, নিত্যানন্দ রক্তপাতেও ব্যথিত না হইয়া কহিলেন ওরে মাধাই হরি বলনা। মেরেছ কলসীর কানা, তাই বলে কি প্রেম দিব না। মহাপ্রভুও তাহার সঙ্গীগণ ইতিমধ্যে তথায় উপস্থিত হইলেন এবং নিত্যানন্দের রক্তাক্ত কলেবর ও জগাই মাধাইকে পার্শ্বে দণ্ডায়মান দেখিয়া সমস্ত মর্ম্ম অবগত হইয়া স্বীয় চক্রকে স্মরণ করিলেন, নিত্যানন্দ সেই সুদর্শন চক্রকে অর্দ্ধপথে আগত দেখিয়া মহাপ্রভুর দুটী কর ধারণ করিয়া কহিলেন ভাই কলিহত পতিত জীবকে উদ্ধার করিতে তুমি অবতার হইয়াছ, তুমি এই অবতারে ইহাদের মত পতিত আর পাইবে না, ইহারা পবিত্র ঋষিকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া গো ব্রাহ্মণদ্রোহী এবং মাতাল ও বেশ্যাশক্ত

ইহাদিগকে উদ্ধার করিয়া তোমার পতিতপাবন নাম সার্থক কর। মাধাই প্রহার করিলে জগাই তাহাকে কত ভৎ‍‌র্সনা করিল মহাপ্রভু কহিলেন যখন দয়াল নিতাইয়ের কৃপা হইয়াছে তখন অবশ্যই উদ্ধার হইবে, এই বলিয়া মহাপ্রভু জগাইকে গঙ্গাস্নান করিয়া আসিতে বলিলেন এবং সে গঙ্গায় স্নাত হইয়া পবিত্র হইলে তাহাকে হরিনাম দিয়া উদ্ধার করিলেন, জগাইয়ের প্রেমভক্তি দেখিয়া মাধাইয়ের এতক্ষণে স্বকৃত অপরাধের জন্ম অনুতাপ আসিল, সে তখন মহাপ্রভুরও নিত্যানন্দের পদ ধারণ করিয়া বলিল প্রভু আমার গতি কি হইবে।

মহাপ্রভু কহিলেন তুমি নিত্যানন্দের অঙ্গে আঘাত করিয়া বৈষ্ণবাপরাধ করিয়াছ অতএব তোমার কোনও মতেই নিষ্কৃতি নাই। নিত্যানন্দ কহিলেন আমি এতদিন হরিনাম করিলাম যদি ইহাতে আমার কিছু পুণ্য হইয়া থাকে তাহা হইলে সেই সমুদয় পুণ্য মাধাইকে দান করিলাম। মহাপ্রভু দেখিলেন মাধাইকে উদ্ধার করাই নিত্যানন্দের একান্ত ইচ্ছা। তখন তাহাকেও গঙ্গাস্নান করিয়া আসিতে বলিলেন সে গঙ্গায় অবগাহন করিয়া পূততনু হইয়া আসিল মহাপ্রভু তাহার কর্ণে কৃষ্ণনাম প্রদান করিলেন। এইরূপে জগাই মাধাই উদ্ধার হইল।

এই সময় একদিন মুসলমানগণ চাঁদকাজীকে কহিল বৈষ্ণবগণ রাজপথে মৃদঙ্গ করতাল লইয়া যেরূপ উচ্চৈস্বরে কীর্ত্তন করে তাহাতে আমাদের ধর্ম্মকর্ম্মের বড় ব্যাঘাত হয়। চাঁদকাজী কীর্ত্তন বন্ধ করিয়া দিলেন। ভক্তগণকে দুঃখিত দেখিয়া মহাপ্রভু একদিন কীর্ত্তনের তিনটী সম্প্রদায় করিলেন প্রথম সম্প্রদায়ে হরিদাস, দ্বিতীয় সম্প্রদায়ে অদ্বৈত শেষ সম্প্রদায়ে মহাপ্রভু ও

নিত্যানন্দ থাকিলেন। এই তিন সম্প্রদায় কীর্ত্তন লইয়া মহাপ্রভু রাজপথ দিয়া নৃত্য করিতে করিতে গমন করিতে লাগিলেন। গঙ্গাতীরে তীরে পথ আছে নদীয়ায়। আগে সেই পথে নাচি যায় গৌররায়। আপনার ঘাটে বহু নৃত্য করি। তবে মাধাইয়ের ঘাটে গেল গৌরহরি। বারকোণা ঘাটে নাগরিয়া ঘাটে গিয়া। গঙ্গার নগর দিয়া যায় সিমলিয়া। সর্ব্ব নবদ্বীপে নাচে ত্রিভুবন রায়। *গাদিগাছা পারডাঙ্গা আছিদ দিয়া যায়।

অবশেষে মহাপ্রভু চাঁদকাজীর গৃহে উপনীত হইলেন। চাঁদ-কাজী অপরাধ স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল এবং কহিল গ্রাম্য সম্পর্কে আমি তোমার মাতুল হই অতএব আমায় অপরাধ লইও না। মহাপ্রভু কাজীকে বিস্তর উপদেশ দিয়া তথা হইতে চলিয়া আসিলেন। একদিন মহাপ্রভু ব্রজের ভাবে বিভোর হইয়া গোপী গোপী বলিয়া জপ করিতেছিলেন, একজন পড়ুয়া শ্রবণ করিয়া বলিল, কৃষ্ণনামের পরিবর্ত্তে গোয়ালিনীর নাম জপ হইতেছে, মহাপ্রভু সেই পড়ুয়াকে প্রহার করিতে গেলেন, সে দৌড়িয়া অন্যান্য পড়ুয়াদের নিকটে গেল পড়ুয়াগণ নিমাইয়ের যৎপরোনাস্তি নিন্দা করিতে লাগিল। বিশ্বম্ভর বঙ্গদেশের প্রচলিত বৈষ্ণবধর্ম্মের সংস্কার করেন এবং জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকলকেই তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মে প্রবেশাধিকার দেন এবং ব্রাহ্মণ, যবন, চণ্ডাল, কায়স্থ, বৈদ্য সকলেই বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করিলে এক গোত্র এক জাতি এক সমাজ, ও কৃষ্ণের উপাসক হইবে এই নিয়ম প্রবর্ত্তন করেন। নিমাই পণ্ডিত বৈষ্ণব হওয়ায় নবদ্বীপের যাবতীয় পণ্ডিত ও পড়ুয়া তাহার প্রতি বিরূপ হইলেন এবং যথা তথা তাঁহার নিন্দা করিতে লাগিলেন, নিমাই কৃষ্ণ উপাসনা প্রচারের জন্য

অবতার হইয়াছেন, পড়ুয়া পণ্ডিত, মায়াবাদী সন্ন্যাসীগণ যদি তাহাকে অবজ্ঞা করিয়া দূরে দূরে থাকে তাহা হইলে তাহার মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না।

সন্ন্যাসীকে গৃহী এবং সন্ন্যাসী, পণ্ডিতও মূর্খ সকলেই সমাদর করে এবং সন্ন্যাসী সকল শ্রেণীর নিকট ধর্ম্ম প্রচারের সুবিধা পান, এই যুক্তি স্থির করিয়া নিমাই সন্ন্যাস গ্রহণের সংকল্প করিলেন। এই সময় নবদ্বীপে কাটোয়ার সুবিখ্যাত সাধু সন্ন্যাসী কেশব ভারতী আগমন করিলেন মহাপ্রভু গোপনে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহার নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার জন্য সত্বর কাঁটোয়ায় গমন করিবেন স্থির করিলেন। মহাপ্রভু একদিন নিত্যানন্দকে নিভৃতে সন্ন্যাস গ্রহণের কথা কহিলেন এবং নিমাইয়ের জননী, গদাধর, ব্রহ্মানন্দ, চন্দ্রশেখর আচার্য্য ও মুকুন্দ এই পাঁচজনকে এই সংবাদ দিবার জন্য নিত্যানন্দকে বলিয়া দিলেন। ১৪৩১ শকে মকর-সংক্রান্তির দিনে মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের দিন স্থির হইল। গদাধর মুকুন্দ মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের সংবাদ শ্রবণ করিয়া মর্ম্মাহত হইলেন নিত্যানন্দ যদিও কুমার সন্ন্যাসী তথাপিও তিনি এই সংবাদে ব্যথিত হইয়া বলিলেন, প্রভু গেলে আমি কেমন করিয়া প্রাণ রাখিব। বহু পূর্ব্বেই এই সমাচার নিত্যানন্দ জানিতেন। নিমাই নিতাই এক আত্মা এক দেহ কেবল অভক্তের নিকট দ্বৈত জ্ঞান হয়। নিত্যানন্দ অবধূত সন্যাসী, তিনি জাতিভেদ মানিতেন না, সুবর্ণ বণিক মহাভক্ত উদ্ধারণ দত্ত তাঁহার শিষ্য ছিলেন নিত্যানন্দকে তিনি অনেক সময় রন্ধন করিয়া দিতেন।

নিত্যানন্দ কহিতেন অধম পতিত সুবর্ণ বণিকজাতির পরিত্রাণের জন্য আমি অবতার হইয়াছি। 'বণিকগণ এমন পতিত

পাবন অধমতারণ দয়াল নিত্যানন্দকে না ভজিয়া আর কাহাকে ভজিবেন। নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত শ্রীবাস অঙ্গনে একদিন মহাপ্রভুর বিশ্বরূপ দর্শনে বিমোহিত ও প্রেমে মত্ত হইলেন, উভয়ে উভয়ের গাত্রে ঢলিয়া পড়িলেন। এইরূপে বহুক্ষণ আনন্দ উপভোগ করিয়া অদ্বৈত তাহার গৃহে গমন করিলেন এবং গৃহের দ্বাররুদ্ধ করিয়া বিশ্বরূপের ধ্যানে নিমগ্ন আছেন, সহসা নিত্যানন্দ দ্বারভঙ্গ করিয়া সেই গৃহের ভিতর প্রবেশ করিলে অদ্বৈত তাঁহাকে কহিলেন।

দুয়ার ভাঙ্গিয়া আসি সান্ধাইলি কেন।
সন্ন্যাসী করিয়া তোরে কহে কোন জন।
হেন জাতি নাহি না খাইলি যার ঘরে।
জাতি আছে হেন কোন জন কহে তোরে। (চৈভা)

নিত্যানন্দ অদ্বৈতকে কহিলেন

ওরে বুড়া বামুন তোমার ভয় নাই।
আমি অবধুত চন্দ্র, ঠাকুরের ভাই॥
স্ত্রীয় পুত্রে গৃহে তুমি পরম সংসারী।
পরম হংসের পথে আমি অধিকারী॥
শুনিয়া অদ্বৈত ক্রোধে অগ্নি হেন জ্বলে।
দিগম্বর হইয়া অশেষ মন্দ বলে॥
মৎস্য খাও মাংস খাও কেমন সন্ন্যাসী।
বস্ত্র এড়িলাম আমি এই দিগবাসী॥
কোথা মাতা পিতা কোন্ দেশে বা বসতি।
কে জানয়ে ইহা বলুক দেখি সম্প্রতি॥
তারে বলি সন্ন্যাসী যে কিছু নাহি চাহে।
কহয়ে সন্যাসী দিনে তিনবার খায়ে॥

শ্রীনিবাস পণ্ডিতের মূলে জাতি নাই।
কোথাকার অবধূতে আনি দিল ঠাঁই॥
অবধূত করিবে সবার জাতি নাশ।
কোথা হইতে মণ্ডপের হইল পরকাশ॥

মহাপ্রভু মকরসংক্রান্তির পূর্ব্বদিনে প্রত্যূষে কাঁটোয়া যাত্রা করিবেন, জননীকে ভোজনকালে তাঁহার সন্যাস গ্রহণের কথা কহিলেন। শচীদেবী এই মর্ম্মভেদী বাক্য শ্রবণ করিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া তথায় নিপতিতা হইলে, নিমাই তাহার শুশ্রূষা করিয়া সংজ্ঞা সঞ্চার করিলেন। নিমাই জননীকে কহিলেন তুমি প্রশ্নি, অদিতি দেবহুতি কৌশল্যা, দেবকী প্রভৃতি রূপে কত-বার আমার জননী হইয়াছে, তোমার সহিত আমার মাতা পুত্র সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য, বৃথা শোক করিও না আমি জগতের কল্যানের জন্য সন্যাস গ্রহণ করিতেছি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত জীবই আমার সন্তান। আপনি মোহ মায়ায় মুগ্ধ হইয়া আমার পুত্র বলিয়া কেন রোদন করিতেছেন কস্য কঃ পুত্র স মোহত্রবহি কেবলং।

তথাপিও শচীদেবী কহিলেন, অদ্বৈত শ্রীবাসাদি তোমার অনুচর। নিত্যানন্দ আছে তোর প্রাণের সোসর। পরমবান্ধব গদাধর আদি সঙ্গে। গৃহে রহি সঙ্কীর্ত্তন কর তুমি রঙ্গে। ধর্ম্ম বুঝাইতে যবেতোর অবতার। জননী ত্যজিয়া কোন ধর্ম্ম বা বিচার। তুমি ধর্ম্মময় যদি জননী ছাড়িবা। কেমনে জগতে তুমি ধর্ম্ম বুঝাইবা। অবশেষে নিমাইকে কোন মতেই গৃহে রাখিতে পারা যাইবে না বিবেচনা করিয়া শচীদেবী মৌনী হইলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া অন্তরালে থাকিয়া সমস্ত শ্রবণ করিয়া নীরবে রোদন করিতেছিলেন নিমাই রজনীতে বিষ্ণুপ্রিয়ার শয়নালয়ে নিদ্রিত এমন সময় বিষ্ণুপ্রিয়া ধীরে

ধীরে গমন করিয়া পতির পদতলে উপবেশন করিলেন এবং তাহার চরণদ্বয় স্বীয় বক্ষে স্থাপন করিয়া নীরবে রোদন করিতে লাগিলেন তাঁহার উষ্ণ অশ্রুকণা নিমাইয়ের গাত্রে পতিত হইবামাত্র তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল।

গৌরচন্দ্র তাহার রোদনের কারণ বারম্বার জিজ্ঞাসা করিলেন এবং স্বীয় পরিধেয় বস্ত্র দিয়া তাঁহার নয়ন জল মুছাইয়া দিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া অবশেষে ব্যাকুলা হইয়া কহিলেন, প্রাণনাথ আমার শিরে হস্ত দিয়া বলুন আপনি কি সন্যাসী হইয়া উদাসীর ন্যায় গৃহ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন, আমার এখন নব যৌবন, নারী জন্মের সাধ এখনও মিটে নাই। আমি কত আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া রাখিয়াছি। তোমার মত সর্ব্বগুণালঙ্কৃত পতি পাইয়া আমি আমাকে ভাগ্যবতী মনে করিতাম যথা—

আমা হেন ভাগ্যবতী, নাহি কোন যুবতী,
তুমি মোর প্রিয় প্রাণনাথ।
এই আশা ছিল ধ্রুব, নিজদেহ সমর্পিব,
এ নব যৌবনে দিবে হাত। (চৈতন্য মঙ্গল।)

বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী প্রাণকান্তের হস্ত ধারণ করিয়া কহিলেন তোমার শিরীষ কুসুম সম কোমল চরণ বনভূমে কণ্টকাবৃত ও আতপতাপে তোমার মুণ্ডিত মস্তক তাপিত এবং বর্ষার বারিধারায় তোমার সর্ব্বাঙ্গ প্লাবিত হইবে মনে হইলে আর আমার প্রাণে ধৈর্য্য থাকে না, ক্ষুধায় কাতর ও তৃষ্ণায় আতুর হইলে যথা কালে কে তোমায় ভক্ষ্য পানীয় দিয়া ক্ষুধা তৃষ্ণা দূর করিবে, পদব্রজে দূরপথ পরিভ্রমণ করিয়া যখন তোমার পদে ব্যথা হইবে, তখন কে তোমার পদ সেবা করিবে, প্রাণনাথ সন্ন্যাস আশ্রম অতি কঠোর

কষ্টপ্রদ, অতএব তুমি সন্ন্যাস গ্রহণ করিও না, গৃহে বসিয়া হরিদাস শ্রীনিবাস, মুরারি মুকুন্দ, অদ্বৈত, নিত্যানন্দকে লইয়া হরি প্রেমানন্দে কালযাপন কর। তুমি সন্ন্যাসী হইলে তোমার অনাথিনী মাতা কোন মতেই জীবন ধারণ করিবেন না, তুমি মাতৃহত্যার পাপভাগী হইবে, তোমার ভক্তগণ তোমার বিহনে জাহ্নবী জীবনে প্রাণ বিসর্জ্জন করিবে তোমার ভক্তবৎসল নামে কলঙ্ক হইবে। এই দুঃখিনীরও আর কেহ নাই তুঁমি চলিয়াগেলে আমাকে কে দেখিবে।

শুনি বিষ্ণুপ্রিয়া বাণী, তবে সেই গৌরমণি,
হাসিয়া তুলিয়া নিল কোলে।
বসনে মুছিয়া মুখ, করে নানা কৌতুক
মিছা দুঃখ না ভাবিও বোলে॥
আমি তোরে ছাড়িয়া, সন্ন্যাস করিব গিয়া,
একথা বা কে কহিল তোকে।
যে করি সে করি যবে, তোমারে কহিব তবে,
এখনে না কর মিছা শোকে॥
ইহা বলি গৌর হরি, আশ্লেষ চুম্বন করি,
নানা রস কৌতুক বিহারে।
অনন্ত বিনোদ প্রেমা, লীলা লাবণ্যের সীমা,
বিষ্ণুপ্রিয়া তুষিলা প্রকারে॥
বিনোদ বিলাস রসে, বৈভেগেল রজনী শেষে,
পুনঃ কিছু পুছে বিষ্ণুপ্রিয়া।
হিয়ার আগুনি আছে, তেকারণে পুনঃ পুছে,
প্রাণনাথ বদন চাহিয়া॥

প্রভুকর বুকে দিয়া, পুছে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া,
মিছা না কহিও মোর ডরে।
হেন অনুমান করি, যত কহ চাতুরী,
পলাইবে মোর অগোচরে॥
তুমি নিজ বশ প্রভু, পরবশ নহ কভু,
যে করহ আপনার সুখে।
সন্যাস করিবে তুমি, কি বলিতে পারি আমি,
নিশ্চয় করিয়া কহ মোকে॥
এ বোল শুনিঞা পহুঁ, মুচকি হাসিয়া লহু,
কহে শুন মোর প্রাণপ্রিয়া।
কিছু না করিহ চিতে, যে কহিয়ে তোর হিতে,
সাবধানে শুন মন দিয়া।
জগতে যতেক দেখ, মিছা করি সব লেখ,
সত্য এক সবে ভগবান।
সত্য আর বৈষ্ণব, তা বিনে যতেক সব,
মিছা করি করহ গেয়ান।
মিছা সুত পতি নারী, পিতা মাতা আদি করি,
পরিণামে কেবা কাহার।
শ্রীকৃষ্ণ চরণ বহি, আর ত কুটুম্ব নাহি,
যত দেখ এ মায়া তাহার॥
কিবা নারী পুরুখ, সবার সে আত্মা এক,
মিছা মায়া বন্ধে হয়ে দুই।
শ্রীকৃষ্ণ সবার পতি, আর সব প্রকৃতি,
এই কথা না বুঝয়ে কোই॥

কৃষ্ণ ভজিবার তরে, দেহ ধরি এ সংসারে,
মায়া বন্ধে পাশরে আপনা।
অহঙ্কারে মত্ত হৈয়া, নিজ প্রভু পাশরিয়া,
শেষে ভোগে নরক যন্ত্রণা॥
শুন দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া, এ তোরে কহিল হিয়া,
যখনে যে তুমি মনে কর।
আমি যথা তথা যাই, আছিয়ে তোমার ঠাই,
সত্য সত্য কহিলাম দৃঢ়॥

বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী কোনও মতেই ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিলেন না, পতির পদতলে পতিতা হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন, এই সময় মহাপ্রভু সহসা চতুর্ভুজ হইয়া তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন বিষ্ণুপ্রিয়া তথাপি পতিবুদ্ধি পরিত্যাগ করিলেন না। মহাপ্রভু কিছুতেই বিষ্ণুপ্রিয়াকে সান্ত্বনা করিতে না পারিয়া যোগমায়াকে স্মরণ করিলেন তখন দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া যোগমায়ার আকর্ষণে নিদ্রাভিভূতা হইলেন। যাও দেবী সুখে পতিপার্শ্বে নিদ্রা যাও, তোমার এই নিদ্রা যেন ভঙ্গ না হয়, নিদ্রাভঙ্গ হইলে ইহজীবনে এই নয়নে আর তোমার পতিধনে দেখিতে পাইবে না। মহাপ্রভু চারিদণ্ড রাত্রি থাকিতে শয্যাত্যাগ করিলেন যাত্রাকালে জননীর সহিত সাক্ষাৎ হইল তাঁহাকে কহিলেন আপনার ব্যবহারিক ও পরমার্থিক সমস্ত ভার আমি লইলাম। আপনি রোদন করিবেন না, অনন্তর জননীকে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। মহাপ্রভু মকরসংক্রান্তির পূর্ব্বদিবসে প্রত্যুষে নবদ্বীপের পারঘাটে পার হইয়া ভাগিরথীর পশ্চিম কুলে আসিলেন এবং তথা হইতে পদব্রজে সেই দিন অপরাহ্নে কাঁটোয়ায় কেশব ভারতীর কুটীরে

উপস্থিত হইলেন, তাহার পৌছিবার পরক্ষণেই নিত্যানন্দ, গদাধর, মুকুন্দ, চন্দ্রশেখর আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ ও তথায় উপনীত হইলেন। পরদিনে নরসুন্দর মহাপ্রভুর মস্তকমুণ্ডন করিতে আসিয়া ব্রাহ্মণ দেখিয়া অগ্রে তাহার চরণস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিল, তৎক্ষণাৎ তাহার ত্রিতাপ জ্বালা দূরে গেল, সে ভাবিল ইনি কি গঙ্গাধর, অথবা গঙ্গার নির্ঝর। মহাপ্রভু মস্তক মুণ্ডন করিয়া ভাগিরথিতে অবগাহন করিলেন তাহার সঙ্গীগণ সন্যাসের সমস্ত আয়োজন করিয়া দিলেন।

১৪৩১ শকের উত্তরায়ন সংক্রান্তিতে নিমাই সন্যাস গ্রহণ করিলেন। কেশব ভারতী তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নাম দিলেন। চৈতন্য দেব কাঁটোয়া হইতে শান্তিপুরে অদ্বৈতের গৃহে উপণীত হইলেন। শচীমাতা সংবাদ পাইয়া নিত্যানন্দের সহিত অদ্বৈতের গৃহে আসিয়া তাঁহার নিমাইয়ের সন্যাস বেশ দেখিয়া কাঁদিয়া আকুলা হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য শান্তিপুরে কিছুদিন জননীর নিকট ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া তাঁহার অনুমতি লইয়া নিত্যানন্দ গদাধর মুকুন্দ গোবিন্দ জগদানন্দ ও ব্রহ্মানন্দের সমভিব্যাহারে নীলাচল যাত্রা করিলেন এবং ভুবনেশ্বর দর্শন করিয়া যথাকালে নীলাচলে উপণীত হইলেন।

শ্রীচৈতন্যলীলামৃত।

তৃতীয় অধ্যায়।

পথিমধ্যে নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর দণ্ডভঙ্গ করিয়া দেওয়ায় মহাপ্রভু ক্রুদ্ধ হইয়া একাকী জগন্নাথের মন্দিরে প্রবেশ করিয়া জগন্নাথ

বলরাম ও সুভদ্রাকে দর্শন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য রাধাভাবে বিভোর হইয়া তাঁহার প্রাণনাথ জগন্নাথকে আলিঙ্গন করিবার জন্য ধাবিত হইয়া অর্দ্ধ পথেই মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হইলেন, পরিছাগণ তাঁহাকে প্রহার করিতে লাগিল, দৈবযোগে সেই সময় তথায় নবদ্বীপের অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক বাসুদেব সার্ব্বভৌম উপস্থিত ছিলেন। এই বাসুদেব সার্ব্বভৌমই মিথিলা হইতে ন্যায়শাস্ত্র কণ্ঠস্থ এবং নবদ্বীপে আসিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া নবদ্বীপে, প্রথম ন্যায়ের চতুষ্পাটী স্থাপন করেন এবং দীধিতি প্রভৃতি বহু ন্যায় শাস্ত্রের গ্রন্থকার রঘুনাথ শিরোমণি বাসুদেবের ছাত্র, যে রঘুনাথ নৈয়ায়িক প্রধান মিথিলার সমগ্র পণ্ডিত মণ্ডলীকে পরাস্ত করিয়া নবদ্বীপের প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছেন এবং নবদ্বীপের নৈয়ায়িকগণ ন্যায়ের উপাধি পরীক্ষা লইতে ও উপাধি দিতে পারিবেন এই অধিকার যিনি সর্ব্বাগ্রে মিথিলা হইতে প্রাপ্ত হইয়াছেন।

বাসুদেব সার্ব্বভৌম নবদ্বীপে যবন অত্যাচারের সময় দেশ পরিত্যাগ করিয়া সপরিবারে নীলাচলবাসী হইয়াছেন এবং নিজ পাণ্ডিত্যবলে উড়িষ্যার রাজার সর্ব্বপ্রধান পণ্ডিতের পদে প্রতিষ্ঠিত। বাসুদেব আগন্তুক সন্ন্যাসীকে মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত ও পরিহার হস্তে প্রহৃত দেখিয়া তাঁহার আলয়ে তাহাকে লইয়া যান। কিছুক্ষণ পরেই নিত্যানন্দ, মুকুন্দ প্রভৃতি ভক্তগণ মহাপ্রভুকে জগন্নাথের মন্দিরে দেখিতে না পাইয়া সন্ধানে সন্ধানে সার্ব্বভৌমের গৃহে উপস্থিত হইলেন, তথায় মুকুন্দের সহিত সর্ব্বভৌমের ভগ্নীপতি ও মহাপ্রভুর ভক্ত নবদ্বীপবাসী গোপীনাথ আচার্য্যের সাক্ষাৎ হইল, গোপীনাথ মুকুন্দের নিকট সমুদয় অবগত হইয়া তাহাদিগকে গৃহাভ্যন্তরে মহাপ্রভুর নিকট লইয়া গেলেন।

সার্ব্বভৌম যে সন্ন্যাসীকে গৃহে আনিয়া সেবা শুশ্রূষা করিতেছেন ইনি নবদ্বীপের নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর দৌহিত্র এবং জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র বিশ্বম্ভর, এই পরিচয় গোপীনাথের নিকট পাইয়া সার্ব্বভৌম নবদ্বীপের সম্বন্ধ ধরিয়া পরম প্রীত হইলেন এবং কহিলেন "নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী মহাশয় আমার পিতার সহাধ্যায়ী ছিলেন।" গোপীনাথ আচার্য্য নিত্যানন্দ মুকুন্দ প্রভৃতি ভক্তগণকে লইয়া জগন্নাথ দর্শন করাইতে গেলেন, সার্ব্বভৌম তাহাদের সমভিব্যাহারে স্বীয় পুত্র চন্দনেশ্বরকে পাঠাইলেন। নিত্যানন্দ জগন্নাথ দর্শন করিয়াই প্রেমে পুলকিত হইয়া মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইলেন। ভক্তগণ সার্ব্বভৌমের গৃহে প্রত্যাগত হইয়া দেখিলেন, মহাপ্রভুর পদতলে সার্ব্বভৌম বসিয়া আছেন তিন প্রহরেও মহাপ্রভুর মূর্চ্ছা ভঙ্গ হয় নাই, ভক্তগণ হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন, কিছুক্ষণ পরেই চৈতন্যদেব প্রকৃতিস্থ হইলেন। সার্ব্বভৌম চৈতন্যদেবকে কহিলেন সহজেই আপনি পূজ্য তাহাতে সন্ন্যাসী হইয়া পরম পূজ্য হইয়াছেন,

সার্ব্বভৌম গোপীনাথের নিকট অবগত হইলেন মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের নাম শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য এবং ইনি কেশব ভারতীর শিষ্য। সার্ব্বভৌম সন্ন্যাসীর আশ্রমের পরিচয় পাইয়া কহিলেন, ইনি শঙ্করাচার্য্যের দশনামী সম্প্রদায়ের অন্তর্ব্বর্ত্তী এবং ইনি বৈষ্ণব সন্ন্যাসী পরিচয় দিলেও, আমি ইহাকে নিরন্তর বেদান্ত শ্রবণ করাইয়া অদ্বৈত জ্ঞানমার্গে লইয়া যাইব এবং সন্ন্যাসীর কর্ত্তব্য পালন করাইব। গোপীনাথ আচার্য্য কহিলেন তোমার বেদান্ত প্রতিপাদ্য অদ্বিতীয় ব্রহ্ম যিনি তাঁহাকে তুমি বেদান্ত শ্রবণ করাইবে।

১। আসন বর্ণাস্ত্রয়োহস্য গৃহ্নতোঽনুযুগং তনূঃ।

শুক্লোরক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥

২। কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র পার্ষদম্
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তন প্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ।

৩। সুবর্ণ বর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।
সন্যাসকৃৎ সমঃ শান্তো নিষ্ঠা শান্তি পরায়ণঃ।

ভাগবতের প্রথম দুই শ্লোক এবং মহাভারতের শেষ শ্লোক গৌরাঙ্গ অবতারেরই ভবিষ্যদ্বাণী। মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য সার্ব্বভৌমের আদেশমত সন্যাসধর্ম্ম পালনের জন্য বেদান্ত শ্রবণ করিতে লাগিলেন। সাতদিন শ্রবণ করিলে সার্ব্বভৌম তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন বেদান্ত বুঝিতে পারিতেছ? শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য সাতদিন বেদান্তের যে সকল শ্লোক ও ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়াছিলেন মুখস্থ আবৃত্তি করিয়া কহিলেন বেদান্ত সূত্রের অর্থ বুঝিতে পারিয়াছি কিন্তু আপনি মুখ্যার্থ পাণ্ডিত্য বলে আচ্ছাদন করিয়া গৌণার্থ লইয়া যে ব্যাখ্যা করেন সেই ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া আমার মস্তিষ্ক বিবৃত হইয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য সার্ব্বভৌমকে কহিতে লাগিলেন ষড়ৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ যিনি সাকার সগুণ ভগবান আপনি তাহাকে নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্ম বলিয়া ব্যাখ্যা করেন কিন্তু বেদ, বেদান্ত, উপনিষদাদির তাৎপর্য্য তাহা নহে। মায়াবাদ অসৎ শাস্ত্রেই আছে। মায়াবাদ অসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধ মুচ্যতে। ময়ৈব বিহিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণমূর্ত্তিনা। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য, সার্ব্বভৌমকে কহিলেন আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে। কুর্ব্বন্ত্য হৈতুকীং ভক্তি মিথম্ভূত গুণো হরিঃ। আপনি এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করুন সার্ব্বভৌম পাণ্ডিত্য প্রতিভায় ঐ শ্লোকের নয়প্রকার ব্যাখ্যা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ঐ

শ্লোকের অষ্টাদশ প্রকার নূতন ব্যাখ্যা করিলেন। সার্ব্বভৌম শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের পাণ্ডিত্য ও প্রেম দেখিয়া তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করিলেন অবশেষে তাঁহাকে নমঃ ব্রহ্মণ্যদেবায় বলিয়া প্রণাম করিলেন মহাপ্রভুও তখন তাঁহাকে তাঁহার ষড়ভূজ গৌরাঙ্গ মূর্ত্তি দর্শন করাইলেন। মায়াবাদী সার্ব্বভৌম পরম বৈষ্ণব হইলেন এবং জগন্নাথের মহাপ্রসাদে তাহার ভক্তি হইল, সার্ব্বভৌম হৈল প্রভুর ভক্ত একতান। মহাপ্রভু বিনে সেব্য নাহি জানে আন। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য শচীসুত গুণধাম। এই ধ্যান এই জপ এই লয় নাম। মহাপ্রভু তাঁহার অগ্রজ বিশ্বরূপের সন্ধানে সেতুবন্দ রামেশ্বর যাত্রা করিলেন। ভক্তগণ বিশেষ অনুরোধ করিয়া কৃষ্ণদাস নামে এক ব্রাহ্মণকে তাঁহার সঙ্গে দিলেন। সার্ব্বভৌম বলিয়া দিলেন, বিদ্যা-নগরের অধিপতি রামানন্দ রায় নামে একজন ভক্ত পণ্ডিত আছেন, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। তাঁহাকে শূদ্র বিষয়ি জ্ঞানে উপেক্ষা করিবেন না। মহাপ্রভু দক্ষিণদেশে গমন করিয়া পথিমধ্যে গোদাবরী তীরে রামানন্দ রায়কে দেখিতে পাইলেন এবং পরিচয় লইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, তুমি ভাগবতোত্তম, তোমাকে দর্শন করিয়া আমি মায়াবাদী সন্ন্যাসী আমিও কৃষ্ণপ্রেম সাগরে ভাসিতেছি। রামানন্দ কহিলেন আপনি সাক্ষাৎ ঈশ্বর নারায়ণ, আমি রাজসেবী বিষয়ী শূদ্রাধম। মহাপ্রভু কহিলেন একদিন সার্ব্বভৌম কহিয়াছিলেন রামানন্দ রায় ভিন্ন শ্রীকৃষ্ণের নিগূঢ় তত্ত্ববেত্তা এখানে কেহ নাই। মহাপ্রভু কহিলেন কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী শূদ্র কেনে নয়। যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়। মহাপ্রভুর সহিত রামানন্দের প্রেমভক্তির আলাপন রজনীতে অনেকক্ষণ হইল। প্রভু কহে কোন

বিদ্যা বিদ্যামধ্যে সার। রায় কহে কৃষ্ণ ভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর। কীর্ত্তিগণ মধ্যে জীবের কোন বড় কীর্ত্তি। কৃষ্ণপ্রেম ভক্ত বলি যার হয় খ্যাতি। সম্পত্তি মধ্যে জীবের কোন সম্পত্তি গণি। রাধাকৃষ্ণ প্রেম যার সেই বড় ধনী। দুঃখ মধ্যে কোন দুঃখ হয় গুরুতর। কৃষ্ণভক্ত বিরহ বিনু দুঃখ নাহি আর। মুক্ত মধ্যে কোন জীব মুক্ত করি মানি। কৃষ্ণপ্রেম যার সেই মুক্ত শিরোমণি। গান মধ্যে কোন গান জীবের নিজ ধর্ম্ম। রাধাকৃষ্ণ প্রেমকেলি যে গীতের মর্ম্ম। শ্রেয় মধ্যে কোন শ্রেয়ঃ জীবের হয় সার। কৃষ্ণভক্ত সঙ্গ বিনা শ্রেয়ঃ নাহি আর। কাহার স্মরণ জীব করে অনুক্ষণ। কৃষ্ণনাম গুণ লীলা প্রধান স্মরণ। ধ্যেয় মধ্যে জীবের কর্ত্তব্য কোন ধ্যান। রাধাকৃষ্ণ পদাম্বুজ ধ্যান প্রধান। সর্ব্ব ত্যজি জীবের কর্ত্তব্য কোথা বাস। ব্রজভূমি বৃন্দাবন যথা লীলা রাস। শ্রবণ মধ্যে জীবের কোন শ্রেষ্ঠ শ্রবণ। রাধাকৃষ্ণ প্রেম কেলি কর্ণ রসায়ন। উপাস্যের মধ্যে কোন উপাস্য প্রধান। শ্রেষ্ঠ উপাস্য যুগল রাধাকৃষ্ণ নাম। মুক্তি ভুক্তি বাঞ্ছে যেই কোথা দুয়ের গতি। স্থাবর দেহ দেব দেহ যৈছে অবস্থিতি।

রামানন্দ মহাপ্রভুর অপরূপ রূপ দেখিয়া কহিতেছেন পহিলে দেখিনু তোমা সন্ন্যাসী স্বরূপ। এবে তোমা দেখি মুই শ্যাম গোপরূপ। তোমার সম্মুখে দেখি কাঞ্চন পঞ্চালিকা। তার গৌরকান্তি তোমার সর্ব্ব অঙ্গ ঢাকা। রাধিকার ভাবকান্তি করি অঙ্গীকার। নিজরস আস্বাদিতে করিয়াছ অবতার। মহাপ্রভু তাঁহাকে কহিলেন তুমি মহাভাগবত সেইজন্য সর্ব্বত্র তোমার শ্রীকৃষ্ণের স্ফুরণ হইতেছে। রামরায় কহিলেন আমার সহিত তোমার চাতুরী চলিবে না। তবে হাসি তারে প্রভু দেখাইল

স্বরূপ। রসরাজ মহাভাব দুই এক রূপ। আলিঙ্গন করি প্রভু কৈল আশ্বাসন। তোমা বিনা এইরূপ না দেখে কোন জন। গৌর অঙ্গ নহে মোর রাধাঙ্গ স্পর্শন। গোপেন্দ্র সুত বিনা তেঁহো না স্পর্শে অন্যজন। তাঁর ভাবে ভাবিত আমি করি আত্মমন। তবে নিজ মাধুর্য্য রস করি আস্বাদন। মহাপ্রভু রামানন্দকে কহিলেন তুমি বিষয় পরিত্যাগ করিয়া নীলাচলে যাও, আমি তীর্থ করিয়া তোমারি সহিত তথায় মিলিত হইয়া কৃষ্ণ কথায় কাল কাটাইব। মহাপ্রভু রামানন্দের নিকট বিদায় লইয়া শ্রীরঙ্গক্ষেত্র তীর্থে মহাভক্ত বেঙ্কট ভট্টের গৃহে চাতুর্ম্মাস্য উদযাপন করেন। তথা হইতে পাণ্ডুপুরে আসিয়া বিঠ্ঠল ঠাকুর দর্শন করিলেন এই স্থানে মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য শ্রীরঙ্গ পুরীর সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় তাঁহার নিকট শ্রবণ করিলেন এই তীর্থে মহাপ্রভুর অগ্রজ বিশ্বরূপের সিদ্ধি প্রাপ্তি হইয়াছে তৎপরে সেতুবন্ধ রামেশ্বর ও অন্যান্য তীর্থ করিয়া প্রত্যাগমনকালে পুনরায় রামানন্দের সহিত মিলিত হইয়া নীলাচলে উপনীত হইলেন। দক্ষিণ দেশ হইতে মহাপ্রভু কৃষ্ণকর্ণামৃত ও ব্রহ্মসংহিতা নামে দুইখানি গ্রন্থ আনয়ন করেন। মহাপ্রভু দক্ষিণ দেশ উদ্ধার করিয়া নীলাচলে আসিয়াছেন এই সংবাদ পাইয়া হরিদাস, বাসুদেব দত্ত, মুরারি, শ্রীমান শ্রীধর, রাঘব, অচ্যুত, কুলীন গ্রামের সত্যরাজ বসু ও রামানন্দ বসু,খণ্ডের মুকুন্দ,নরহরি, রঘুনন্দন প্রভৃতি ভক্তগণ মহাপ্রভুকে দেখিতে নীলাচলে আসিলেন মহাপ্রভু রাত্রিদিন কৃষ্ণরসে আনন্দে বিহ্বল। বিদ্যাপতি, চণ্ডিদাস ও গীত গোবিন্দের পদই তাঁহার একমাত্র অবলম্বন। জগন্নাথের রথযাত্রা আগত প্রায়, মহাপ্রভু স্বহস্তে সম্মার্জ্জনী লইয়া

এবং ভক্তদিগের হস্তে এক একটী সম্মার্জ্জনী দিয়া গুণ্ডিচা মন্দির মার্জ্জন করিলেন। মহাপ্রভুর ভক্ত সঙ্গে গুণ্ডিচামন্দির মার্জ্জন এক অপরূপ প্রেমের লীলা। মহাপ্রভুর সহিত ভক্তগণ রথযাত্রাকালে জগন্নাথের সম্মুখে নৃত্যাদি করিয়া দেশে গমন করিলেন মহাপ্রভুও কিছুদিন পরে গৌড়ে আগমন করিলেন এবং কুলীয়াতে দেবানন্দকে কৃপা করিয়া, পরে চাপাল গোপালের অপরাধ কুলিয়ার পাটে ভঞ্জন করিলেন। তদবধি সম্বৎসরের অপরাধ ভঞ্জন করিবার জন্য কত অপরাধী, কত কুলটা কুলের পাটে বৎসরান্তে একবার গমন করেন। মহাপ্রভু কুলিয়া হইতে শান্তিপুরে গমন করিলেন। শচী মাতা সংবাদ পাইয়া শান্তিপুরে আসিলেন। শান্তিপুর হইতে গৌড় নগরের নিকট রামকেলী গ্রামে গমন করিয়া গৌড়াধিপের সাকর মল্লিক ও দবিরখাস নামক উজীর দ্বয়কে কৃপা করিলেন এবং তাঁহাদের দুই ভ্রাতার নাম যথাক্রমে রূপ ও সনাতন রাখিলেন। মহাপ্রভু তথা হইতে পুনরায় শান্তিপুরে আগমন করিলেন। সপ্তগ্রামের সুবিখ্যাত গোবর্দ্ধন মজুমদারের পুত্র রঘুনাথ দাস মজুমদার শান্তিপুরে আসিয়া মহাপ্রভুর পদতলে পতিত হইয়া মহাপ্রভুর অনুচর হইবার জন্য প্রার্থনা করিলেন। মহাপ্রভু তাঁহাকে উপদেশ দিলেন—মর্কট বৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া। যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হৈয়া। অন্তর্নিষ্ঠা কর, বাহ্যে লোক ব্যবহার। অচিরাতে কৃষ্ণ তোমায় করিবে উদ্ধার। বৃন্দাবন দেখি যবে আসি নীলাচলে। তবে তুমি আমা পাশ আসিও কোন ছলে। সে কালে সে ছল কৃষ্ণ স্ফুরাবে তোমারে। কৃষ্ণকৃপা যারে, তারে কে রাখিতে পারে। মহাপ্রভু শান্তিপুরে মাতা ও ভক্তগণের নিকট বিদায় লইয়া পুনরায় নীলাচলে গমন করিলেন

এবং নীলাচলে কিছুদিন অবস্থান করিয়া বলভদ্র ভট্টাচার্য্যকে সঙ্গে লইয়া বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন। মহাপ্রভু কটক দক্ষিণে রাখিয়া বনপথে গমন করিতে লাগিলেন এবং নানা দেশের লোককে হরিনাম দিয়া উদ্ধার করিয়া অবশেষে কাশীতে উপনীত হইয়া চন্দ্রশেখরের গৃহে উপস্থিত হইলেন।

কাশীতে লেখক শূদ্র চন্দ্রশেখর।
তাঁর ঘরে রহিলা প্রভু স্বতন্ত্র ঈশ্বর।
মিশ্রের সখা তেঁহো প্রভুর পূর্ব্বদাস।
বৈদ্য জাতি, লিখন বৃত্তি, বারাণসীবাস।
তপন মিশ্রের ঘরে প্রভুর ভোজন।
বলভদ্র ভট্টাচার্য্য করয়ে রন্ধন। (চৈতন্যচরিতামৃত)

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য গার্হস্থাশ্রমে যেরূপ বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পালন করিতেন সন্ন্যাস আশ্রমেও সেইরূপ পালন করিতেছেন। শূদ্রের গৃহে ও সকল বিপ্রের হস্তে ভোজন করেন না। কাশীর এক বিপ্র চৈতন্য দেবকে দেখিয়া ভক্তিরসে আপ্লুত হইল মহাপ্রভু তাহাকে কৃষ্ণ কীর্ত্তন করিতে উপদেশ দিলেন। সেই বিপ্র একদিন প্রকাশানন্দ সরস্বতীনামে কাশীর সর্ব্ব প্রধান বৈদান্তিকের নিকট চৈতন্য দেবের প্রশংসা করিলেন।

শুনিয়া প্রকাশানন্দ বহুত হাসিলা।
বিপ্রে উপহাস করি কহিতে লাগিলা।
শুনিয়াছি গৌড়দেশে সন্ন্যাসী ভাবুক।
কেশব ভারতী শিষ্য, লোক প্রতারক।
চৈতন্য নাম তার ভাবুকগণ লৈয়া।
দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে বুলে নাচাইয়া।

যে তারে দেখে সেই ঈশ্বর করি কহে।
ঐ ছে মোহন বিদ্যা যে দেখে সে মোহে।
সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত প্রবল।
শুনি চৈতন্যের সঙ্গে হইল পাগল।
সন্ন্যাসী নামমাত্র মহা ইন্দ্রজালী।
কাশীপুরে না বিকাবে তার ভাব কালী।
বেদান্ত শ্রবণ কর না যাইহ তার পাশ।
উচ্ছৃঙ্খল লোক সঙ্গে দুই লোক নাশ।

মহাপ্রভু প্রকাশানন্দের কথা শুনিয়া কহিলেন—

ভাব কালী বেচিতে আমি আইলাম কাশীপুরে।
গ্রাহক নাহি, না বিকায়, লয়ে যাব ঘরে। (চৈতন্যচরিতামৃত)

মহাপ্রভু প্রকাশানন্দকে উপেক্ষা করিয়া মথুরায় ও বৃন্দাবনে গমন করিলেন এবং তথায় লীলাস্থল দেখিয়া প্রেমাকুল হইলেন। বলভদ্র তাঁহাকে ভুলাইয়া প্রয়াগে আনিলেন, এইস্থানে রূপ গোস্বামীর সহিত সাক্ষাৎ হইল, মহাপ্রভু তাঁহাকে ভক্তি শিক্ষা দিয়া মথুরায় পাঠাইলেন। মহাপ্রভু তথা হইতে কাশীতে পুনরাগমন করিয়া সনাতনকে দেখিতে পাইলেন, তাঁহাকে ভক্তিশিক্ষা দিয়া বৃন্দাবনে পাঠাইলেন। গৌড়াধিপ হুসেন খাঁ এক সময় গৌড়ের কায়স্থ রাজা সুবুদ্ধি রয়ের ভৃত্য ছিলেন সেই সময় কোন অপরাধের জন্য সুবুদ্ধি রায় তাহাকে বিষম প্রহার করেন, তাহাতে তিনি দুঃখিত হইয়া কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বাদসাহের সৈনিক শ্রেণীতে প্রবেশ করেন। অবশেষে বঙ্গে আসিয়া কৌশলে সুবুদ্ধি রায়কে সিংহাসনচ্যুত করিয়া রাজা হন। হোসেনের বেগম একদিন তাহার স্বামীর পৃষ্ঠের প্রহারের চিহ্ন দেখাইয়া সুবুদ্ধি রায়ের প্রাণ

দণ্ডের আদেশ প্রার্থনা করেন। হোসেন সাহ পূর্ব্ব উপকার স্মরণ করিয়া তাঁহার প্রাণদণ্ড না দিয়া তাঁহার মুখে মুসলমানের কড়োয়ার পানী দেওয়াইলেন। সুবুদ্ধি রায় সংসার ত্যাগ করিয়া বারাণসী আসিয়া পণ্ডিতদিগের নিকট প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা চাহেন তাঁহারা তাঁহাকে তপ্ত ঘৃত পান করিয়া প্রাণত্যাগ করিতে ব্যবস্থা দেন। সুবুদ্ধি রায় বারাণসীতে মহাপ্রভুকে দেখিতে পাইয়া প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা চাহেন—প্রভু কহে ইহা হৈতে যাহ বৃন্দাবন। নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্ত্তন। এক নামাভাসে তোমার পাপ দোষ যাবে। আর নাম হৈতে কৃষ্ণ চরণ পাইবে।

কাশীর এক মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণের বাটীতে মহাপ্রভু নিমন্ত্রিত হইয়া গমন করিয়াছেন, তথায় প্রকাশানন্দ সরস্বতীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। প্রকাশানন্দ মহাপ্রভুকে কহিলেন,—"আপনি সন্ন্যাসী হইয়া বেদান্ত পাঠ কিম্বা শ্রবণ না করিয়া নর্ত্তন কীর্ত্তন কেন করেন"। মহাপ্রভু কহিলেন গুরু আমাকে মূর্খ দেখিয়া বেদান্ত পাঠে অধিকার দেন নাই। ঈশ্বর পুরী ও কেশব ভারতী আমার কর্ণে কি মন্ত্র দিলেন, জপিতে জপিতে সেই মন্ত্র আমায় পাগল করিয়াছে তাহাতে আমার স্বেদ কম্প রোমাঞ্চাশ্রু গদগদ বৈবর্ণ উন্মাদ বিষাদ, ধৈর্য্য, গর্ব্ব হর্ষ দৈন্য হয়। মহাপ্রভুর নিকট ভক্তি শাস্ত্রের ব্যাখ্যা শুনিয়া এবং মহাপ্রভুর প্রেম ও ভক্তি দেখিয়া প্রকাশানন্দ ও তাঁহার ৬০ হাজার শিষ্য মহাপ্রভুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া বৈষ্ণব হইলেন। এইরূপে কাশীর সন্ন্যাসীদিগকে উদ্ধার করিয়া মহাপ্রভু নীলাচলে পুনরাগমন করিলেন। মহাপ্রভু চব্বিশ বর্ষ বয়সে সন্ন্যাসী হইয়া ছয় বৎসর নানাতীর্থ পর্য্যটন করিয়া সকলকে কৃষ্ণভক্তি ও প্রেম দিয়া একাধিক্রমে অষ্টাদশ বৎসর

নীলাচলে বাস করেন। তিনি কৃষ্ণ বিরহ ব্যথিতা দশমদশা প্রাপ্তা শ্রীমতী রাধার ন্যায় হা হতোস্মি করিয়া নীলাচলে কাল যাপন করেন। সপ্তগ্রামের সুবিখ্যাত জমিদার গোবর্দ্ধন দাসের পুত্র রঘুনাথ দাস বৈরাগ্য লইয়া নীলাচলে মহাপ্রভুর চরণপ্রান্তে উপনীত হইলেন। মহাপ্রভু তাঁহাকে উপদেশ দিলেন,—

বৈরাগী করিবে সদা নাম সঙ্কীর্ত্তন।
মাগিয়া খাই করিবে জীবন ধারণ॥
বৈরাগী হইয়া যেবা করে পরাপেক্ষা।
কার্য্যসিদ্ধি নহে, কৃষ্ণ করেন উপেক্ষা॥
বৈরাগী হইয়া করে জিহ্বার লালস।
পরমার্থ যায় তাব হয় রসের বশ।
বৈরাগীর কৃত্য সদা নাম সঙ্কীর্ত্তন।
শাক পত্র ফল মূলে উদর ভরণ॥
জিহ্বার লালসে যেই ইতি উতি ধায়।
শিশ্নোদর পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥
গ্রাম্য কথা না শুনিবে, গ্রাম্য কথা না কহিবে।
ভাল না খাইবে, আর ভাল না পরিবে।
অমানী মানদ কৃষ্ণ নাম সদা লবে।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ সেবা মানসে করিবে॥

নীলাচলে একদিন মহাপ্রভুর কীর্ত্তনীয়া ছোট হরিদাস মাধবী নামে এক বৃদ্ধা তপস্বিনী বৈষ্ণবীর নিকট গমন করিয়া বলেন মহাপ্রভুর সেবার জন্য ভগবান আচার্য্য চাউল চাহিতেছেন মাধবীদেবী উৎকৃষ্ট চাউল ভিক্ষা দিলেন, মহাপ্রভু সেই উৎকৃষ্ট চাউলের অন্ন ভোজন কালে জ্ঞাত হইলেন, হরিদাস এই চাউল

মাধবীর নিকট ভিক্ষা করিয়া আনিয়াছে। মহাপ্রভু গৃহে আসিয়া গোবিন্দকে কহিলেন ছোট হরিদাস বৈরাগী হইয়া স্ত্রীলোকের সহিত কথা কহিয়াছে উহাকে আর আমার নিকট আসিতে দিবে না। স্বরূপাদি ভক্তগণ মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন হরিদাসকে আপনি আসিতে নিষেধ করিয়াছেন কেন।

প্রভুকহে বৈরাগী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ।
দেখিতেঁ না পারি আমি তাহার বদন॥
দুর্ব্বার ইন্দ্রিয়করে বিষয় গ্রহণ।
দারবী প্রকৃতি হরে মুনেরপি মন।
ক্ষুদ্রজীব সব মর্কট বৈরাগ্য করিয়া।
ইন্দ্রিয়চড়াঞা বুলে প্রকৃতি সম্ভাষিয়া।
প্রভু কহে মোর বশ নহে মোর মন।
প্রকৃতি সম্ভাষী বৈরাগী না করে দর্শন॥

ছোট হরিদাসকে মহাপ্রভু কিছুতেই গ্রহণ না করায় তিনি অবশেষে এই পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য প্রয়াগে প্রাণত্যাগ করেন।

মহাপ্রভু কৃপাসিন্ধু কে পারে বুঝিতে।
প্রিয় ভক্তে দণ্ডকরে ধর্ম্ম বুঝাইতে।
দেখি ত্রাস উপজিল সব ভক্তগণে।
স্বপ্নেও ছাড়িল সবে স্ত্রীসম্ভাষণে॥

মহাপ্রভু ভক্তগণের সহিত নীলাচলে বিবিধ লীলা করিয়া ১৪৫৫ শকাব্দায়, আষাঢ় মাসে কৃষ্ণ সপ্তমীতিথিতে রবিবারে বেলা তৃতীয় প্রহরে জগন্নাথের মন্দিরে প্রবেশ করিয়া তাহার গৌররাধা অঙ্গ জগন্নাথের শ্যামাঙ্গে লীন করিলেন।

সম্ভ্রমে উঠিয়া জগন্নাথ দেখিবারে।
ক্রমে ক্রমে গিয়া উত্তরিলা সিংহদ্বারে॥

সঙ্গে নিজ জন যত তেমতি চলিল ।
সত্বরে মন্দির ভিতরে উত্তরিল ॥
নিরখে বদন প্রভু দেখিতে না পায় ।
সেই থানে মনে প্রভু চিন্তিলা উপায় ॥
তখনে দুয়ারে নিজ লাগিল কপাট ।
সত্বরে চলিয়া গেল অন্তরে উচাট ॥
তৃতীয় প্রহর বেলা রবিবার দিনে ।
জগন্নাথে লীন প্রভু হইলা আপনে ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের তিরোভাবের পরে নবদ্বীপের পশ্চিমবাহিনী গঙ্গা পূর্ব্ববাহিনী হইলেন। নবদ্বীপেশ্বরী যোগমায়া পরামাতা বা পোড়া মা নবদ্বীপকে গঙ্গার পশ্চিমকুলে পাইয়া বারাণসী সমতুল করিলেন।

অদ্বৈত প্রভু ১৭৬৩ শকে ঝুলন পূর্ণিমায় শান্তিপুরে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীরূপে, নিত্যানন্দ প্রভু ১৭১৬ শাকের ১০ই ফাল্গুন শুক্লপক্ষীয় দ্বিতীয়ায় কামারপুকুর গ্রামে কামিনীকাঞ্চন ত্যাগী ভগবান গদাধর—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসরূপে এবং গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ১৭৭৮ শকে ১৩ই চৈত্র অশোকাষ্টমীতে পানিহাটী গ্রামে সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়কারী ভগবান্ নিত্যগোপাল—শ্রীশ্রীজ্ঞানানন্দ অবধূতরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ৪৩০ চৈতন্যাব্দে আষাঢ় মাসে রথযাত্রার দিবসে দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ ভরদ্বাজ গোত্র মহাদেব দত্তের বৃদ্ধ প্রপৌত্র, নরহরির প্রপৌত্র, রামচাঁদের পৌত্র, রামগোপাল ও গিরিবালার পুত্র, যতীন্দ্রমোহনের অনুজ ও দাশরথির অগ্রজ নবদ্বীপনিবাসী হরেন্দ্রকৃষ্ণ দত্ত কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যলীলামৃত গ্রন্থ রচনা সমাপ্ত হইল। গৌরভক্তগণ অভক্ত গ্রন্থকারের ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন ইতি।
